নব অর্থনীতি।

শ্রী সত্যচরণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।

১৩ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

বেদান্ত প্রেস্,—১২৭ নং মস্জীদ বাড়ী ষ্ট্রীট
শ্রীনীলাম্বর বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯২।

নব অর্থনীতি।

অবতরণিকা।

সংসারে থাকিতে গেলেই যে অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কেবল সংসারাশ্রম কেন সকল আশ্রমেই প্রায় অর্থের প্রয়োজন,—একজন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীকেও অর্থসংগ্রহ করিতে হয়, নতুবা তাহার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হয়। আমি নিজের জন্য নিজে অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে অন্ততঃ অপরকেও তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতে হয়। সংসারে এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহাদের জন্য অপরে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন। যাঁহাদের পিতা পিতামহ বা অন্য কোন ব্যক্তি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যান তাঁহাদের নিজে, অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহাদের জন্যও যে সংগ্রহের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া ছিল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রও নাই। যে কোন রূপেই হউক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, হয় নিজে অর্থোপার্জ্জন, নাহয় অপরের উপার্জ্জিত অর্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে।

অর্থ কি? কেনই বা ইহার এত প্রয়োজন? যদিও এ

হয়। কৃষক শস্যোৎপাদন করিয়া সাহায্য করিতেছে, তন্তুবায়ের সেই সাহায্যের প্রয়োজন সুতরাং সে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়া কৃষকের নিকট সাহায্য গ্রহণ করিতেছে। এই সাহায্যের আবার গুরুতা বুঝিয়া অপরের সাহায্যের সহিত বিনিময় হইয়া থাকে। যেমন চিকিৎসক পীড়ার সময় প্রাণদান করিয়া যে সাহায্য করেন, তাহাতে তাঁহার যে পরিশ্রম হয়; কৃষককে তাহার বিনিময়ে অনেক অধিক পরিশ্রম করিয়া প্রতিশোধ দিতে হইয়া থাকে, এইরূপে পরিশ্রমের বা সাহায্যের তারতম্য হইয়া থাকে। তুমি শিক্ষক, তোমার কৃষকের অপেক্ষা বেতন অধিক বা তোমার পরিশ্রমের মূল্য বেশি, তাহার অর্থ এই যে তোমার দ্বারা সমাজের যে সময়ে যত উপকার হয় কৃষকের দ্বারা সে সময় মধ্যে তত উপকার হয় না। মোট কথা, যিনি যে পরিমাণে সাধারণের উপকার করেন তিনিই সেই পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হয়েন।

অনেক ধনীসন্তানের কিছুই করিতে হয় না, কেবল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আহার বিহার করিলেই চলে, সে কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু সে অবস্থায় এরূপ বিবেচনা করা উচিত যে তাঁহাদের পিতা পিতামহ যিনি স্বহস্তে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তিনিই সমাজের এত সাহায্য করিয়া-ব্যবসায়েই [illegible] সামাজকে তাঁহার উত্তরাধিকারীর নিকটেও সেই নই একটা [illegible] শোধ দিতে হইতেছে। বাঙ্গালাদেশে হিন্দু লো[illegible]রিবারের মধ্যে অনেকে এরূপ আছেন যে কার্য্য করিবার সে[illegible]মতা থাকিতেও পরান্নে উদরপূর্ত্তি করিতেছেন, তাঁহা-

রাও সমাজের কোন উপকার করেন না; তবে যাঁহাদের উপ তাঁহাদের নির্ভর তাঁহাদিগকেই সেই রূপ অকর্মণ্য ব্যক্তি দিগের হইয়া অপরের সাহায্য করিতে হইতেছে। যাহ হউক, পরস্পর সাহায্য ব্যতিরেকে যে কোন রূপে জীব যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না তাহা স্বতঃ সিদ্ধ সত্য, প্র করিবার আবশ্যক করে না। কুতর্কের অনুরোধে অনে বলিতে পারেন, যাহা প্রয়োজন তাহাই যদি প্রস্তুত করিয় লওয়া যায় তাহা হইলে সাহায্য বিনিময়ের প্রয়োজন কি আমরা তাঁহাদের সে মূল্যহীন কথার উত্তর দিতে প্রস্তু নহি। বাস্তবিক রবিনসন্ ক্রুশোর উপকথা সেই রূ উপকথাতেই সাজে, কার্য্যতঃ তাহা কখনই সম্ভবপর নহে একজন লোকের অনেক প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন, সে সকল দ্রব্যের এক একটী আবার নানা প্রকার ব্যবসায়ী সাহায্য প্রস্তুত। আমি নিজে কৃষক ছুতর কামার তাঁত কলু প্রভৃতি সমস্তই কিছু হইতে পারি না, সমস্ত কার্য্যে কি আমার পটুতা হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে।

সমাজে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সকলকে পরস্পরের সাহায্য করিতে হয়। কেহ ইচ্ছায়, কেহ অনি চ্ছায়, কেহ বা পরের ইচ্ছায় সকলেই অন্ততঃ স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে পরস্পর সাহায্য করিতেও প্রস্তুত। সামাজিব নিয়মানুসারে সাহায্য করিলেই সাহায্য পাওয়া যায় বটে কিন্তু এক এক সময়ে দেশের অথবা ব্যবসায়ী বিশেষে এরূপ অবস্থাত হইয়া থাকে যে সাহায্যের প্রয়োজ না। সেই রূপ অবস্থা হইলেই যে, ব্যবসায়ীদের সাহ

প্রয়োজন হয় না, তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ কঠিন হইয়া উঠে। বিবেচনা কর যে দেশে পড়িতে জানে না, সে দেশে লেখকের প্রয়োজন নাই; একজন লেখক যদি সেই রূপ স্থানে গিয়া পড়েন তাহা হইলে তাঁহার হয় জীবিকা নির্ব্বাহ কঠিন হইয়া উঠিবে, না হয় ত পূর্ব্ব ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া যাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে অথবা অন্য কথায় সে দেশের লোকে যে সাহায্য চাহে তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে।

সাহায্যকারীর সংখ্যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হইলেও বিষম বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। সে অবস্থায় যে যত সাহায্য করিতে পারে সমাজ তাহার তত সাহায্যই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন; সুতরাং পাঁচজন মাত্র সমব্যবসায়ীর অধিক যেখানে প্রয়োজন নাই, সে স্থানে দশজন সেই এক ব্যবসায়ী হইলে হয় তাহার কাহার এককালে চলিবে না, না হয় ত পাঁচ জন মাত্র লোকে যাহা সাহায্য বিনিময়ে পাইত, তাহাই দশজনে অংশ করিয়া লইবে, কাজে কাজে কাহারই সচ্ছল-রূপে চলিবে না। এইরূপ সমব্যবসায়ীর প্রয়োজনাতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি কখন কখন কোন কোন ব্যবসায়ে হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এককালে সকল বিষয়ে হইতে পারে না। একটী দেশে যত লোকেরই বাস হউক না কেন, প্রয়োজনীয় সকল ব্যবসায়েই যদি লোকের অভাব না ঘটে তাহা হইলে কখ-নই একটীর সংখ্যাতিরেক ঘটে না। যে স্থানে সহস্র-লোকের বাস সে থানে অভাবও সহস্রলোকের মত, সুতরাং সেই অধিবাসীগণ যদি সকল ব্যবসায়েরই সামঞ্জস্য রাখে

তাহা হইলে কখনই একটার অভাব বা একটার সংখ্যাতিরেক হয় না। আবার যেখানে লক্ষলোকের বসতি সে খানে যদিও প্রতি ব্যবসায়েই লোকের সংখ্যা অধিক তথাপি সামঞ্জস্য থাকিলে কোন ক্ষতি হয় না, কারণ সেখানে অধিবাসীর সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে আভাবও অধিক, প্রয়োজনও অনেক।

এখন বাঙ্গালা দেশে ব্যবসায়ের সামঞ্জস্য নাই, এক একটী ব্যবসায়ে অনেক লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, এই সকল ব্যবসায়ের মধ্যে দাসত্ব ব্যবসায়ই প্রধান। আর অন্যদিকে অনেক ব্যবসায় পরিত্যক্ত হইয়া বিদেশীয়দিগের হস্তে পড়িতেছে। প্রাচীন হিন্দু সমাজ ব্যবসায়সমূহের সাম্য রাখিবার জন্য এক এক ব্যবসায় এক এক জাতির কৌলিক জীবিকা করিয়া দিয়াছিলেন এবং সামাজিক নিয়মে লোকে যাহাতে সে পথ হইতে বিচলিত হইতে না পারেন এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এখন আর সে বন্দোবস্তের সেরূপ দৃঢ়তা নাই—কেবল তাহাই কেন বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় অনেক ব্যবসায় মারা গিয়াছে বলিয়া বিষম অসামঞ্জস্য ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফল অন্নকষ্ট আসিয়া পড়িতেছে। এক একটী জাতিগত ব্যবসায় থাকা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়? কি ব্যবসায়মাত্রতেই সাধারণ অধিকার থাকিলে, অর্থাৎ এক শ্রেণীর ব্যবসায়ে অপর শ্রেণীর সমান ক্ষমতা থাকিলে দেশের মঙ্গল হয় তাহা আমরা বিচার করিতে প্রস্তুত নহি, বিশেষ উপস্থিত বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধও নাই। তবে এই মাত্র আমাদের বক্তব্য যে

বাঙ্গালা দেশে ব্যবসায়ের সামঞ্জস্য নাথাকায় কোন কোন ব্যবসায় এককালে পরিত্যক্ত ও কোন কোন ব্যবসায়ে বা জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়ে লোকসংখ্যা প্রয়োজনাপেক্ষা অধিক হওয়ায় ভয়ানক অন্ন কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বিবেচনা কর বিলাতী কাপড়ের ব্যবহার বাড়িয়া তন্তুবায়ের ব্যবসায় বার আনা অংশেরও অধিক পরিমাণে মারা গিয়াছে, পূর্ব্বে যত তন্তুবায়ের নিজ ব্যবসায়ে সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত তাহার বার আনা অংশের অন্নসংস্থানের জন্য অন্যরূপ উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন। এখন সেই তন্তুবায়দিগের বার আনা অংশ যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে যাইবে তাহাতেই লোক সংখ্যা প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়া পড়িবে। কেবল এক আধটী বিষয়ে নহে অনেক শিল্পাদি ব্যবসায়েই বিদেশীর প্রতিযোগিতায় পরিত্যক্ত হইতেছে, কাজেই অন্যান্য দিকে আবার প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক লোক হওয়ায় দারুণ অন্নাভাব আসিয়া দাঁড়াইতেছে। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, দেশের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াই অভাব বৃদ্ধির কারণ, কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। লোক সংখ্যা যদি বাড়িয়া থাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভাবও বাড়িয়াছে। তবে এক কথা দেশের ভূমি বাড়িতে পারেনা, কিন্তু বন জঙ্গল কাটিয়া কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি সর্ব্বদাই বাড়িতেছে—এখনও এমন অবস্থা হয় নাই যে বাঙ্গালা দেশের উৎপন্ন দ্রব্যে বঙ্গবাসীর চলেনা। কতকত অনুর্ব্বর প্রদেশে ইহার অপেক্ষাও কত অধিক লোকের বাস আছে, কত কত স্থানে কত ক্লেশে শস্যোৎপাদন করিতে হয়, সে সকলের

তুলনায় এখনও ত বঙ্গ দেশ স্বর্গভূমি; এ স্বর্গ ভূমির এদু-র্দশা কেন?—লোকসংখ্যা বৃদ্ধিকে আমরা মোটেই ইহার কারণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিনা; আর বিশ্বাস করিলেও মারিভয়ে দুর্ভিক্ষে যেরূপ অসংখ্য বাঙ্গালী বিনষ্ট হইয়াছে, একএকটী গ্রাম এক কালে জন হীন হইয়া গিয়াছে তাহাতে জীবিকার্জ্জনোপায়ের অভাব ঘটিবার মত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি অনুভব করাও যাইতে পারে না। চক্ষের সম্মুখেই কারণ দেদীপ্যমান থাকিতে ততদূর কষ্ট কল্পনা করিবারই বা আবশ্যক কি? দেখিতেইত পাওয়া যাইতেছে সকল ব্যবসায়ীই নিজ নিজ কার্য্য ত্যাগ করিয়া মসীজীবীর অংশী হইয়া দাঁড়াইতেছে।

এখন এ বাঙ্গালা দেশের উপায় কি? ব্যবসায়ের সামঞ্জস্য না থাকায় যে অনিষ্ট উৎপাদিত হইয়াছে তাহা সামঞ্জস্য রক্ষা হইলেই তিরোহিত হইবে স্বভাবতই প্রশ্নটীর এই উত্তর মনে উদিত হইলেও প্রকাশ্যে বলা বড় সহজ কথা নহে। সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া একটীর ব্যবস্থা করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখিতে হইবে জীবিকার্জ্জনোপায় সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা বাঙ্গালা দেশের পক্ষে সম্ভব কি অসম্ভব। যাঁহারা মনে করেন পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসায় সকল আবার জাতিগত বলিয়া নিরূপিত হইতে পারিবে; ব্রাহ্মণে আবার পঠন পাঠন যজন যাজন করিবেন, বৈদ্যে চিকিৎসা করিবেন, কায়স্থগণ লিখন পঠন ব্যবসায় লইয়াই থাকিবেন, ছুতর কাঠ কাটিবে, কামার লোহা পিটিবে, তাঁতী তাঁত

বুঝিবে, অপরের কার্য্য অপরে করিবে না তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শী। একবার যাহা ভাঙ্গিয়াছে তাহা আর গড়িবার আশা নাই। কত শত শত বৎসরে যাহা গঠিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে যদিও অতি অল্প দিনের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তথাপি তাহা আর গঠিত হইতে পারিবেনা। এখন সেরূপ সমাজবন্ধন দ্বারা ব্যবসায়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করা দুরাশা। কেবল তাহাই নহে, বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় অনেক ব্যবসায় মারা গিয়াছে, সে গুলি করিতে হইলে বিদেশীয়দিগের সমকক্ষ হইয়া প্রতিযোগিতা করিতে হইবে; বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অসম্ভব। বিবেচনা কর মান্‌চেষ্টরের তন্তুবায়গণ আমাদের তন্তুবায়দিগের ব্যবসায় কাড়িয়া লইয়াছে তাহারা কল কৌশলে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া এত দূরে আনিয়াও যে মূল্যে বিক্রয় করিতেছে আমাদের দেশীয় তন্তুবায়গণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও হস্তে প্রস্তুত করিয়া কখনই সে মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে না। এ অবস্থায় তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে তাহাদের ন্যায় যন্ত্রাদির প্রয়োজন, দীন হীন বাঙ্গালা তাহা পারিবে না।

অনেকে এই সকল কার্য্যের জন্য দেশীয় ধনীবর্গের নিকট আর্দ্দাশ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু যত দিন টাকার সুদের হার অধিক থাকিবে—যত দিন জমীদারীর আয় ব্যবসায়ের আয়ের অপেক্ষা অধিক থাকিবে, তত দিন সে আর্দ্দাশের কোন ফলই ফলিবে না। বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বাণিজ্য ব্যবসায়ের অপেক্ষা তেজারতিতে অধিক আয় হইয়া থাকে।

যাঁহারা সুদ লইয়া ঋণদান করেন তাঁহারা ঋণ করিয়া যে ব্যক্তি বাণিজ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অপেক্ষা অধিক লাভ করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ কখন কখন অধমর্ণের নিকট টাকা মারা গেলেও এক প্রকার তেজারতির হাজা সুখা নহে বলিলেও ক্ষতি হয় না। তাহার পর দশশালা বন্দোবস্তের কৃপায় বাঙ্গালা প্রদেশের জমীদারী এক একটী রাজত্ব। এই দুইটীতে যেরূপ আয় হয় ব্যবসায়ে তত উপার্জ্জন হইবার আশা নাই—আশা থাকিলেও তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং শীঘ্র যে আমাদের ধনী সম্প্রদায়কে ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত করিতে পারা যাইবে সে আশা আকাশকুসুম মাত্র। অনেকে সামান্য সামান্য ব্যবসায়ের অধিক লাভ দেখাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যকে তেজারতি প্রভৃতির অপেক্ষা অধিক লভ্যজনক বলিতে পারেন বটে, কিন্তু অধিক টাকা মূল ধনে যে সকল ব্যবসায় হয় তাহার আয় দেখিলে তাঁহাদের সে ভ্রম দূর হইবে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী সকলের বর্ষিক আয় ও ডিভিডেণ্ট দেখিতে অনুরোধ করি। কোন কোন বৃহৎ ব্যবসায়ের ডিভিডেণ্ট বার্ষিক শত করা ছয় টাকা কি আট টাকার অধিক হয় না কিন্তু সময়ে সময়ে আমরা মহাজনদিগকে অধমর্ণের নিকটে বার্ষিক শত করা পঁচিশ ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত সুদ লইতে দেখিয়া থাকি। অতি লভ্যজনক ভূমিসম্পত্তি বন্ধক রাখিলেও ন্যূনকল্পে বার্ষিক শত করা-নয় দশ টাকা সুদ দিতে হয়। তবে অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ে, যাহাতে অধিক মূল ধন খাটে না তাহাতে টাকার

সুদের অপেক্ষা অনেক অধিক লাভ হইয়া থাকে কিন্তু আমরা সে রূপ ব্যবসায়ের উল্লেখ করিতেছিনা, বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় যে ব্যবসায় করিতে হইবে তাহাই ব্যক্তব্য। বিবেচনা কর বর্ত্তমান সময়ে ধনীগণ যেরূপ উপায়ে টাকা খাটাইয়া যে লাভ পাইয়া থাকেন তদপেক্ষা যদি অনেক অধিক লাভের আশা না থাকে তাহা হইলে তাহাতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? কোন্ মূর্খ স্বার্থের আশা ব্যতিরেকে উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত আশ্রয় করিয়া থাকে? যাহারা দেশ হিতার্থে ধনীদিগকে ব্যবসায়ে প্রবৃত্তি দিবার জন্য এরূপ প্রস্তাব করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চেষ্ট অলস বলিয়া গালি দিয়া থাকেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের এসকল বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। নিজেই প্রকৃত বিষয় বুঝিতে পারিলাম না, সেই অপ্রকৃত যাহা বুঝিয়াছি তাহাই অপরকে প্রকৃত বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, তাহারা তাহা বুঝিল না, সে দোষ কাহার?

সভ্য ধনবান দেশসকলের তুলনায় বাঙ্গালা কাঙ্গাল মাত্র! এখানকার ধনবানের সংখ্যা অল্পই, যাহা আছে তাহাও অন্য দেশের ধনবানদিগের তুলনায় যৎসামান্য বলিয়াই বোধ হয়। তবে অনেকে এরূপ বলিতে পারেন যে যে সকল দেশের সহিত আমরা তুলনা করিতেছি সে সকল দেশে যেরূপ একেবারে নিঃস্ব অন্নক্লিষ্ট লোক আছে এদেশে তত দূর দুরাবস্থাপন্ন লোক নাই। আমরা সে কথা মানি, কিন্তু তাহা আমাদের দেশের ধনের অবস্থা ভাল বলিয়া

নহে ভূমির উর্ব্বরতা গুণে। এখানে বনের ফল সংগ্রহ করিয়াও একবেলা আহার চলিয়া যায়, ধর্ম্মের অনুরোধে দয়া প্রবৃত্তির প্ররোচনায় লোকে ভিক্ষা দিয়া থাকে সুতরাং ভিক্ষা করিলে উদরপূর্ত্তি হইলেও হইতে পারে, তাই বোঝা যায় না; কিন্তু যে সময়ে দেশে সামান্য আজন্মা হয়, সেই সময়েই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে যদিও কোন কোন ধনবান ব্যবসায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তথাপি তাঁহাদের আশা বৃথা। বিদেশীয় রাজার নিকট আশা করাত এক প্রকার সম্ভবই নহে।

কেবল তাহাই নহে দেশীয় লোকের সাহস অল্প যদি কাহারও কিছু থাকে তাহার কতক অংশও পাছে ক্ষতিহয় সেই ভয়ে স্বাধীন ব্যবসায়ে ব্যয় করিতে পারেন না। সহস্র মুদ্রা মূল ধনে ব্যবসায় করিয়া মাসিক পঞ্চাশ টাকা উপার্জ্জন করা অপেক্ষা অনেকে সেই টাকা জমা রাখিয়া তদপেক্ষা অল্প বেতনের চাকরী করিতে সহজেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যদি চলে, তাহা হইলে সেরূপ চাকরীকে আমরা এক কালে নিন্দা করি না অবশ্য উপায় থাকিতে স্বাধীনতা বিক্রয় করা লজ্জাকর বটে কিন্তু যাহার সাহস নাই তাহাকে সাহস দেওয়াও সহজ কথা নহে। কিন্তু এখন সেরূপ চাকরীই বা কোথায়? সকল ব্যবসায়ীই নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া যদি এক মাত্র দাসত্ব অবলম্বন করিতে ধাবিত হয়, তাহা হইলে দাসত্বই বা যুটিবে কি রূপে? যে সকল ব্যবসায়ে লাভ অল্প হইয়া পড়িতেছে স্বভাবতই লোকের সে সকল ব্যবসায় হইতে প্রবৃত্তি কমিয়া আসিতেছে।

বিবেচনা কর একজন যে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া মাসিক দশটাকা মাত্রও উপার্জ্জন করিতে পারে না সে যদি দেখিতে পায় তাহার পুত্রকে কোনরূপ শিক্ষা দিলে তদপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে মাসিক পনের টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে তাহা হইলে কি তাহার পুত্রকে নিজ ব্যবসায় শিক্ষা দিতে প্রবৃত্তি হয়? কখনই নহে; যাহাকে অপর লোকে হয় ত অবনতি মনে করে হয় ত তাহাই তাহার পক্ষে উন্নতি। একজন যে পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়া মাসিক পঞ্চাশ টাকা উপার্জ্জন করিবার আশা করে কৃষক পুত্রের পক্ষে, শিক্ষায় তাহার সমান হইয়াও, সে স্থলে মাসিক পঁচিশ টাকাই যথেষ্ট। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সময়ে সময়ে এক একটী বিষয়ে সাহায্যকারীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়া পড়ে যে সাহায্য গ্রাহকেরা তত লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে না, গ্রহণ করিবার প্রয়োজনও হয় না। সুতরাং সাহায্যকারীদিগের পরস্পর প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া সাহায্যের মূল্য কমিয়া যায়। বাঙ্গালা দেশেরও এখন এক প্রকার সেই অবস্থা হইয়াছে। যে ব্যবসায়ে মূল ধনের প্রয়োজন নাই, নির্দ্ধন বাঙ্গালী এখন দলে দলে তাহাতেই প্রবেশ করিতেছে, সুতরাং তাহাতে যথেষ্ট লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। ওকালতী, চিকিৎসা, দালালী প্রভৃতি যে সকল ব্যবসায়ে বিনা মূলধনে চলে অথচ স্বাধীনতা নষ্ট হয় না তাহা এক প্রকার পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার পর শিক্ষকতা তাহারও অবস্থার ব্যবস্থা নাই; সর্ব্বশেষে কেরানিগিরি—ইহাতে তত শিক্ষা বা তত ক্ষমতার প্রয়োজন নাই—

সুতরাং তাহা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক ছাপাইয়া পড়িয়া বহিয়া যাইতেছে। একটী মাত্র ২৫।৩০ টাকার কর্ম্ম খালি থাকিলে অন্যূন পাঁচ সাত শত আবেদন আসিয়া পড়ে। প্রতিযোগিতার পরীক্ষা করিলে অভাব পক্ষে সেই একটী মাত্র পদের জন্য পঞ্চাশ জন পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে যখন কলিকাতার সেন্‌সস আপীস বা লোক গণনার হিসাব পত্র মিটাইবার জন্য যে অল্পকাল স্থায়ী কার্য্যালয় খোলা হয়, সেই সময়েই স্পষ্ট জানিতে পারা গিয়াছে অল্প শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানদের কি অবস্থা হইয়াছে। সে সময়ে যদিও তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবস্থা জানিতে পারা যায় নাই তথাপি তাঁহাদেরও অবস্থা যে নিতান্ত হীন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

এখন এই বিপন্ন বঙ্গ ভূমির উপায় কি? রাজ সাহায্যে যে আমাদের কোন রূপ উপায় হইবে তাহার আশা নাই। কেন যে নাই তাহা বলা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে তবে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, স্বদেশীয় স্বজাতীয় লোকদিগের সহিত যেরূপ সহানুভূতি হইতে পারে বিদেশীর সহিত সেরূপ সহানুভূতি কখনই হয় না। এখন এই উপস্থিত বিপদ্ হইতে আমাদিগকে নিজ নিজ চেষ্টায় উদ্ধার হইতে হইবে। এখনও তত দূর ভয়ানক অবস্থা হয় নাই কিন্তু এই ভাবে আর কিছু দিন চলিলে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। অগ্রে অন্নের সংস্থান করিয়া প্রাণ ধারণ করা চাই, তাহার পর রাজনীতির আন্দোলন বল, ধর্ম্ম চর্চ্চার বড় বড়

বক্তৃতা বল আর দেশ হিতৈষীর গগণ ভেদী চিৎকারই বল সমস্তই শোভা পাইবে। উদরান্নের সংস্থান করিতে না পারিলে—নিজের ভাণ্ডার এককালে শূন্য হইলে জাতীয় ধন ভাণ্ডার আর কি বিজাতীয় উপকার করিতে পারিবে বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ব্যাখ্যাই বা কি প্রবোধ দিতে পারিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

উপস্থিত অবস্থার প্রতিকারের উপায়, সর্ব্ব প্রকার জীবিকা নির্ব্বাহোপায়ের সামঞ্জস্য রক্ষা। যেরূপ সামাজিক বন্ধনে পূর্ব্বে সাম্য রক্ষা হইত এখন যে তাহা কোন রূপেই হইতে পারে না তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন অন্যরূপ উপায়ে সেই সাম্য রক্ষা করিতে হইবে। যে দেশে ব্যবসায় সকলে কোন রূপ জাতিগত বা বংশ গত অধিকার নাই সেই সকল দেশে যে উপায়ে সাম্য রক্ষা হইয়া থাকে পারগ পক্ষে সেই সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। বিদেশীয় প্রতিযোগীতায় আমরা যে সমস্ত জীবনোপায় হইতে বিতাড়িত হইয়াছি যদি কোন সহজ উপায়ে পুনরায় তাহা অধিকার করিতে পারি, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে অথব তাহাতে যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারি সেই সকল স্থান পূরণের জন্য নূতন উপার্জ্জনোপায় স্থির করিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসায়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে পূর্ব্ব ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করা কিছু সাধ্যায়ত্ত নহে; সাধ্যায়ত্ত হইলেও কিছু তাহা যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। হয় তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে নূতন অবলম্বিত ব্যবসায়ের অপেক্ষা তাহার নিজ ব্যবসায় লভ্য জনক

না হয় যাহার স্থান সে অধিকার করিল তাহাকে পরিত্যক্ত শূন্য স্থান অধিকার করিতে হইবে। তন্তুবায়ের পুত্র আসিয়া যদি কায়স্থের স্থান অধিকার করে কায়স্থের ব্যবসায় অবলম্বন করে আর কায়স্থ পুত্র যদি নিজ ব্যবসায়ে থাকিয়া উদরান্নোপার্জ্জন করিতে না পারেন, তাঁহাকে তন্তুবায়ের শূন্য স্থান অধিকার করিতে হইবে। আপাতত শুনিতে কথাটী বড় সুখকর হইল না—চিরকাল যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ভদ্রব্যবসায় করিয়া আসিয়াছেন তাহারা আজি কিরূপে সামান্য মজুরের ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন? কথাটী যথার্থ প্রকৃত কথা। কিন্তু আমরাত বলি জ্ঞান ও বুদ্ধির তারতম্যেই লোকে মহত্ত্ব ক্ষুদ্রত্ব হইয়া থাকে—জীবিকা উপার্জ্জনোপায়ের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় মহামহোপাধ্যায় বলিয়া যে তাঁহাকে কৃষিকার্য্য করিতে নাই তাহার অর্থ কি? তবে যাহারা চিরকাল ভদ্রতায় কাটাইয়া আসিয়াছেন তাহারা বা তাহাদের পুত্রপৌত্রাদি এককালে মজুরের কার্য্য কোন ক্রমে স্বহস্তে করিতে পারেন না সে কথা যথার্থ কিন্তু আমরা যেরূপে স্থান অধিকার করিতে বলিতেছি তাহার এরূপ অভিপ্রায় নহে যে কুম্ভকারের স্থান গ্রহণ করিয়া সে যেরূপে কোদাল চালাইয়া মাটি কাটিত যেরূপে বহিয়া আনিত যেরূপে কাদা ছানিত ঠিক সেই সেইরূপ করিতে হইবে; অথবা রাজচন্দ্র ঘোষের পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আর পিতার ব্যবসায় করিল না আমার কেরাণীগিরি টুকু কাড়িয়া লইল বলিয়া আমাকে গিয়া ঠিক রাজচন্দ্র

ঘোষের ন্যায় খড়াকরা কাপড়ের উপর গাম্‌ছা জড়াইয়া গোশালা পরিষ্কার করিতে হইবে কি বাঁক স্কন্ধে বাড়ী বাড়ী দুগ্ধের যোগান দিয়া বেড়াইতে হইবে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি সমাজের সাহায্য করাই জীবিকার উপায়— বাস্তবিক সাহায্যই কাজ, যদি আমি কাদা না ছানিয়া বাঁক না বহিয়া সাহায্য করিতে পারি তাহাতে সমাজের ক্ষতি নাই। এখন যে সকল ব্যবসায়কে নিতান্ত হীন বলিয়া দেখাইতেছে তাহা আবার কতক পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেই আর একরূপ ধারণ করিবে। বর্ত্তমান অবস্থার সেই সকল পরিত্যক্ত ব্যবসায়কে নূতন পরিচ্ছদ পরাইয়া নূতন ভাবে ভদ্র সন্তানের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। কিরূপে তাহা করা যাইতে পারে অথবা কিরূপে নূতন জীবিকা উপার্জ্জনোপায় হইতে পারে তাহা পর পরিচ্ছেদে বিশেষ রূপে আলোচনা করিব।

অর্থোপার্জ্জন।

অর্থোপার্জ্জন দুই প্রকার একটী সদুপায়ে ও অপরটী অসদুপায়ে। সমাজকে সাহায্য করিয়া তাহার বিনিময়ে যে অর্থলাভ হয় তাহাই সদুপায়ে উপার্জ্জিত ধন আর যাহা অপহরণ প্রবঞ্চনাদি দ্বারা সংগ্রহীত হয় তাহাই অসদু-পায়ে উপার্জ্জিত। অসদুপায়ে উপার্জ্জন সমাজের সাহায্য করিয়া তাহার বিনিময়ে উপার্জ্জন নহে তাহা অপহরণ দ্বারা সংগ্রহীত সুতরাং তাহাকে উপার্জ্জন বলে না অপহরণ বলিয়া থাকে। উপার্জ্জন বলিলে কেবল সাধারণের সাহায্য করিয়া তাহার বিনিময়ে প্রাপ্তিই বুঝায়। ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহিত ধনকেও উপার্জ্জিত সম্পত্তি বলিয়া থাকে। মোট কথা,—নিন্দনীয়ই হউক আর প্রশংসার যোগ্যই হউক, রাজকীয় ব্যবস্থা দ্বারা নিষিদ্ধ না হইলে যে কোন রূপে অর্থ সংগ্রহ করা যায় তাহাকেই উপার্জ্জন বলে। চুরি, ডাকা-ইতি, জুয়াচুরী, জুয়াখেলা প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহকে উপার্জ্জন বলে না সে সকল অপহরণ। আমরা এ প্রস্তাবে উপার্জ্জনের কথা বলিব—অপহরণের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কতকগুলি অর্থ সংগ্রহের উপায়কে উপার্জ্জন বলিলেও সে গুলি নিতান্ত নিন্দনীয়—যেমন বেশ্যাবৃত্তির দ্বারা

উপার্জ্জন, খোষামুদীর দ্বারা উপার্জ্জন, ভিক্ষার দ্বারা উপা-র্জ্জন প্রভৃতি; আমরা সে সকল উপার্জ্জনের কথার উল্লেখ করিব না। যে সকল উপার্জ্জনোপায় অবলম্বন করিলে দেশের, সমাজের, বাণিজ্যের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কোন রূপ ক্ষতি নাই—যাহা লোকে অবলম্বন করিতে বা অবল-ম্বন করিবার পরামর্শ দিতে কুণ্ঠিত নহে তাহাই আমাদের সমালোচ্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমাজকে যে সাহায্য করা যায় অর্থ তাহারই চিহ্ন মাত্র। সুতরাং সাহায্য বিনিময়ে সাহায্য প্রাপ্তিই উপার্জ্জন। সাহায্য পাইবার আশা করিতে হইলে অপরকে সাহায্য করিতেই হইবে তাহা না করিলে সে আমার সাহায্য করিবে কেন? যে কোন রূপেই হউক সমাজস্থ অপর লোকের কোন না কোন অভাব দূর করিবার জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে, নতুবা তুমি যতক্ষণ কার্য্যক্ষম থাকিবে ততক্ষণ তোমার অভাব কেহই দূর করিতে যত্ন করিবে না। অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে প্রতি নিয়তই দৃষ্টি রাখিতে হইবে অপরে কি চায় কি রূপে সাহায্য করিলে লোকে তাহার বিনিময়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। যে সাহায্য লোকে চাহে না বা ভবিষ্যতে সকলের চাহিবার সম্ভাবনা নাই সে রূপ সাহায্য করিতে যাওয়া কোন মতেই শ্রেয় নহে। কোন কোন সময়ে দেশের বা জাতির হিত সাধনোদ্দেশে কেহ কেহ সেরূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন বটে কিন্তু তাহাতে কোন রূপ স্বার্থ না থাকায় সে গুলিকে উপার্জ্জনোপায় বলা যায় না সুতরাং

তাহা আপাততঃ আমাদের সমালোচনার অধিকার বহির্ভূত।

ইতি পূর্ব্বেই আমরা ভিক্ষাকে নিন্দনীয় উপায় বলিয়াছি, সাধারণ ভিক্ষা বৃত্তি যথার্থই নিন্দনীয়। কিন্তু কতগুলি ভিক্ষা আছে তাহাকে নিন্দনীয় বলিতে পারি না এবং সেই সঙ্গে তাহাকে উপার্জ্জনোপায়ও বলিতে পারি না। যদি কোন ব্যক্তি দেশহিতকর কার্য্যের জন্য ভিক্ষা করেন তাহাকে আমরা কোন মতেই উপার্জ্জনোপায় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। বিবেচনা কর একজন একটী অনাথ আশ্রয় স্থাপন করিবার জন্য ভিক্ষা করিতেছেন কি দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশের লোকদিগের সাহায্যার্থ ভিক্ষার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহার সে সংগ্রহকে ভিক্ষা অবশ্যই বলিতে হইবে, কিন্তু নিন্দনীয় কোন রূপেই হইতে পারে না—সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নহে বলিয়া তাহাকে উপার্জ্জনোপায় বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না। আর এক রূপ ভিক্ষা আছে তাহাকে উপার্জ্জনোপায় বলিয়া স্বীকার করিলেও নিন্দনীয় বলিতে পারা যায় না—যেমন পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষা করিতেন। তাঁহাদের সে ভিক্ষাকে ভিক্ষা নাম দিলেও প্রকৃত ভিক্ষা বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বকালে সমাজ ব্রাহ্মণগণের নিকট জ্ঞান শিক্ষা প্রভৃতিতে অনেক রূপে অনেক উপকার পাইত। ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্ম শাসনেই হউক আর সমাজ শাসনেই হউক তাহার বিনিময়ে কিছুই লইতেন না। ভিক্ষা স্বরূপে যে যাহা দিত তাহাই গ্রহণ করিয়া সংসার যাত্রা

নির্ব্বাহ করিতেন,—সমাজের নিকট তাঁহাদের সম্পূর্ণ দাবি থাকিলেও তাঁহারা ভিক্ষুক ছিলেন। সেরূপ ভিক্ষাকেও প্রকৃত ভিক্ষা বলা যায় না। আরও এক রূপ ভিক্ষা আছে তাহা এক প্রকার উদরান্নের জন্যই ভিক্ষা, তবে তাহাতে স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হয় না—ছাপান বিলে সহি করিয়া লাল পাকৃড়ীর দ্বারা বলপূর্ব্বক ভিক্ষা করিলেও চলে। সেরূপ সভ্য ভিক্ষাকেও আমরা সামান্য ভিক্ষার ন্যায় নিন্দনীয় বিবেচনা করি, কারণ তাহাতেও নিতান্ত স্বার্থ সম্বন্ধ আছে। বাস্তবিক হস্ত পদাদি থাকিতে কার্য্যক্ষম ব্যক্তির জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন নিতান্ত লজ্জার কথা।

সদুপায়ে উপার্জ্জনের অনেক গুলি পথ আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমাজ বা সাধারণকে সাহায্য করিয়া তাহার বিনিময়ে সাহায্য লাভই উপার্জ্জন,—যত প্রকারে সাধারণের সাহায্য করিতে পারা যায় উপার্জ্জনের পথও তত প্রকার। আপাতত যত প্রকার পথ আছে তাহা দিন দিন আরও বৃদ্ধি হইতে পারে এবং বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ মনুষ্যের অভাব সর্ব্বদাই বাড়িতেছে। যত লোকে সুখোপকরণ সকল জানিতে পারিতেছে ততই লোকের সে সকল দ্রব্যের অভাব হইতেছে, যে জাতি যাহা জানে না, কখন ব্যবহার করে নাই তাহার আপাতত সে দ্রব্যের অভাব নাই, কিন্তু একবার তাহার স্বাদ পাইলে তাহার পর হইতেই তাহার প্রয়োজন হইবে। বিবেচনা কর যখন লবণের অবিষ্কার হয় নাই তখন মনুষ্য জাতি সামান্য

পশু পক্ষীর ন্যায় বিনা লবণেই আহার করিয়া তৃপ্তিবোধ করিত কিন্তু এখন আর তাহা ব্যতিরেকে কোন মতেই চলে না। এইরূপ লবণের ন্যায় প্রায় সর্ব্বদাই অল্পাধিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল আবিষ্কৃত হইতেছে—সকল বিভাগেই কিছু না কিছু উন্নতি হইতেছে। সেই সঙ্গে সাহায্য করিবার নূতন নূতন পথ দেখা যাইতেছে। এখন সেই সকল উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে যাঁহাদের ব্যবসায় মারা যাইতেছে তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের ব্যাঘাত দূর হইতে পারে। অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে সে সকল নূতন বিষয় সহজে প্রবেশ করিবে না; তাঁহারা হয়ত এই কথায় আমাদিগকে পরিহাস করিতে ক্রটি করিবেন না। কিন্তু আমরা বলি সে রূপ অধিকার কিছু অসম্ভব নহে—যদি অসম্ভব হইত তাহা হইলে পৃথিবীর এত দূর উন্নত অবস্থা কোন কালে দেখিতে পাওয়া যাইত না। তবে একটী অবিষ্কারে অনেক সময় যায় অনেক ভাবিতে হয়, প্রথমে হয়ত তাহার দ্বারা লাভ হয় না। কিন্তু সময়ে তাহা প্রকাশিত হইয়া একবার চলিয়া গেলে ভবিষ্যতের কত সুবিধা হয়—কত নিরন্ন লোকের অন্নের সংস্থান করিয়া দেওয়া হয় তাহা বর্ণনাতীত। উদাহরণ স্থলে আমরা একটী মাত্র বিষয় দেখাইতে চাই। বোধ হয় অনেকের স্মরণ আছে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে এখন যেমন অনেক গৃহস্থ কোক বা পোড়া কয়লা দ্বারা রন্ধন করিয়া থাকেন পূর্ব্বে সে রূপ ছিল না। কোকের নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না, কেবল সুন্দরী বা অপর কোন বন্য কাষ্ঠেই রন্ধন কার্য্য হইত।

যে গ্যাসের আলোক জ্বলিয়া থাকে এই গ্যাস বা বাষ্প প্রস্তুত করিতে পাথুরিয়া কয়লার যে অবশিষ্ট পড়ে তাহা কোক। গ্যাস কোম্পানীর যথেষ্ট কোক জমিয়া যায়। তাহার ব্যবহার এপ্রদেশবাসী জ্ঞাত না থাকায় কখন বিক্রয় হইত না। তখনকার গ্যাস কোম্পানির কার্য্যাধ্যক্ষ তাহা প্রচলিত করেন। বড় সহজে তাহা প্রচলিত হয় নাই অনেককে অনেক প্রলোভন দেখাইয়া তাহা চালাইতে হইয়াছিল, বহুদিন ধরিয়া ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যাহারা পরীক্ষার্থ কোক পোড়াইতে স্বীকৃত হইয়াছিল তাঁহাদের চুলি পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া দিতে হইত। এখন সকলে ব্যবহার শিখিয়াছে—উপকারিতা দেখিয়াছে—খরচের সাশ্রয় হয় তাহা বুঝিয়াছে এখন আর গ্যাস কোম্পানী তাহা যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। রাণীগঞ্জে খনি হইতে তুলিয়া কয়লাকে কেবল কোক করিবার জন্য পোড়ান হইতেছে তথাপি রীতিমত সরবরাহ হইয়া উঠিতেছে না। আবার কেবল এই কোকের ব্যবসায় লইয়াই কত লোকে কত উপার্জ্জন করিতেছে। কোক একটী সামান্য দ্রব্য ইহার আবিষ্কারও নূতন নহে কেবল চালানটাই নূতন। ইহাতেই এইরূপ, নব আবিষ্কৃত প্রয়োজনীয় দ্রব্যে কত উপকার হইতে পারে, কত লোকের জীবিকার সংস্থান হইতে পারে তাহা বলিবার আর প্রয়োজন নাই।

কোন একটীর আবিষ্কার বড় সহজ নহে, কিন্তু প্রচলিত উপায় সকলেরই একটুকু আধটুকু পরিবর্ত্তন বা নব পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া নূতন রূপে দাঁড় করাইয়া দিলেও অনেক

উপকার হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে এই বাঙ্গালা দেশেও কোন কোন ব্যক্তিকে সেরূপ করিয়া যথেষ্ট বাহাদুরী লইতে—কেবল বাহাদুরী কেন, যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতেও দেখিতে পাইয়া থাকি। এরূপ পুরাতনকে নূতন করিয়া প্রকাশ করাও প্রশংসনীয়। যদিও ইহা আবিষ্কার অপেক্ষা হীন তথাপি ইহা দেশের শ্রীবৃদ্ধিকর এবং যিনি সেরূপ করেন তাঁহার অর্থোন্নতি সাধক।

উপার্জ্জনের উপায় গুলিকে দুইটী সাধারণ বিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, একটী দাসত্ব ও অপরটী স্বাধীন ব্যবসায়। দাসত্বটী নির্দ্ধন বাঙ্গালীর একমাত্র উপস্থিত সম্বল সুতরাং আমরা তাহাকেই প্রথম স্থান দিলাম। প্রথমেই তাহার বিষয় বর্ণন করিবঃ——

দাসত্বঃ—দাসত্ব বা চাকরী দুই প্রকার; এক প্রকার স্থায়ী অপর ঠিকা। স্থায়ী যেমন মাসিক বার্ষিক বা সাপ্তাহিক বেতন ভোগী, কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইলেও যাহার চাকরী শেষ হইবার সময় নিরূপণ নাই। মনুষ্য নিজেই স্থায়ী নহে তাহার কোন কার্য্যই স্থায়ী হইতে পারে না সুতরাং স্থায়ী চাকরী কখনই চিরস্থায়ী নহে তথাপি ইহাকে আমরা স্থায়ী বা পাকা চাকরী বলিলাম। পাকা চাকরী যেমন জজীয়তী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী প্রভৃতি হইতে কেরাণী-গিরি, মুহুরী গিরি, সরকারী সর্ব্বশেষে খানসামাগিরি পর্য্যন্ত। কাঁচা চাকরী বা ঠিকা দাসত্ব যে সকল দাসত্বের একটা সময় নিরূপণ আছে—কার্য্য শেষ হইয়া গেলে বা সেই সময় উত্তীর্ণ হইলে তাহার আর প্রয়োজন হয় না।

সে আবার অন্য কার্য্য অন্বেষণ করিয়া অন্য প্রভুর অধীনে নিরূপিত কার্য্য বা সময়ের জন্য নিযুক্ত হয়। এইরূপ ঠিকা কার্য্যে কতকটা স্বাধীনতা থাকায়—করিতে ইচ্ছা হইল করিলাম ইচ্ছা হইল না করিলাম না, আর এক জনের কার্য্য করিলাম এইরূপ হইতে পারায় অনেকে ইহাকে ব্যবসায়ের শ্রেণীতে গণনা করেন কিন্তু বস্তুতঃ ইহা দাসত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঠিকা দাসত্ব যেমন রাজ মিস্ত্রী ঘরামী খনক বাহক মুটিয়া প্রভৃতির কার্য্য। সময়ে সময়ে ব্যবসায় বলিয়াও কথিত হইতে পারে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য পারিশ্রমিক নিরূপিত হইলে, ইহাকে দাসত্ব ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না; কোন্ সময়ে ইহা ব্যবসায় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে। ওকালতী চিকিৎসা প্রভৃতিকে অনেকে ঠিকা দাসত্ব মনে করিতে পারেন, কিন্তু ঠিক তাহা নহে—সে গুলি স্বাধীন ব্যবসায়, কারণ সময় বিবেচনায় তাহার পারিশ্রমিক নির্দ্ধারিত হয় না। তবে যদি কোন চিকিৎসক কি উকিল বার্ষিক বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া একজনের বা একটী পরিবারের চিকিৎসা কি মোকদ্দমা করেন ও নিয়মিত সময়ে তাঁহাকে এক এক বার হাজিরা দিতে হয় তাহা হইলে তাহা দাসত্ব। এই রূপ জটিল স্থলে এই একটী সাধারণ নিয়ম কল্পনা করিলেও চলে যে, যে সকল কার্য্যের পারিশ্রমিক সময়ানুসারে নির্দ্ধারিত হয়, তাহাই দাসত্ব আর যাহা যত ক্ষণ সময়ই লাগুক না কেন কার্য্য হিসাবে পরিশ্রমের মূল্য নিরূপিত হয় তাহা ব্যবসায়। এরূপ নিয়ম যদিও সকল স্থানে চলে না তথাপি সুবিধার

জন্য বলিলেও ক্ষতি নাই। বিবেচনা কর একজন ঘরামীকে আমি রোজ হিসাবে নিযুক্ত করিলাম সে আমার একখানি ঘর গড়িয়া দিবে কিন্তু মাঝে আর একটী বেড়া বাঁধিবার প্রয়োজন হইল তাহার প্রথম কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়া বেড়া বাঁধিতে দিলাম, তাহাকে তাহাই করিতে হইবে কারণ সে সময় অনুসারে নিযুক্ত, সেই সময়ের মধ্যে আমি তাহার উপযুক্ত কার্য্যের যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লইতে পারি, সেও করিবার জন্য বাধ্য অতএব সেই সময়ের জন্য সে আমার ভৃত্য। কিন্তু যদি ঘর খানি ফুরাইয়া দেই, যত সময় লাগুক্না কেন আমি কোন নির্দ্ধারিত মূল্য দিতে স্বীকৃত হই—এইরূপ চুক্তি হয় যে দুইদিনেই ঘর খানি প্রস্তুত হউক আর দশ দিনেই হউক সেই একই মূল্য দিব, তাহা হইলে আমি সেই কার্য্যের সময় তাহাকে যাহা ইচ্ছা করিতে আজ্ঞা করিতে পারি না সেও আমার সেরূপ আজ্ঞা শুনিবার জন্য বাধ্য নহে; কারণ সে তখন আমার ভৃত্য নহে, ব্যবসায়ী মাত্র—তাহার ফুরণের কার্য্যটী উত্তমরূপে সমাধা হইল কিনা তাহার জন্য সে দায়ী, আর কিছুর জন্য দায়ী নহে। এইরূপ ব্যবসায় ও দাসত্বের মধ্যবর্ত্তী অনেক জীবনোপায় আছে সে গুলি যখন দাসত্বের শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তখন তাহাতে দাসত্বের সাধারণ নিয়মাদি ও উন্নতির সাধারণ উপায়াদি সমস্তই খাটে; আবার যখন ব্যবসায়ের শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তখন সমস্তই সেই শ্রেণীর মত। সুতরাং সাধারণ দাসত্ব ও ব্যবসায় এই উভয় বিষয়েরই সমালোচনা করিব; মধ্যবর্ত্তী জীবনোপায় সকলের ভিন্ন করিয়া

কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই অতএব তাহার উল্লেখও করিব না।

"যাহার খাই তাহার গাই" যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়াই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিনা কেন, যাহার দ্বারা আমার চলে আমাকে তাহারই মন যোগাইতে হইবে। তবে তাহাতে সঙ্গত ও অসঙ্গত আছে—অসঙ্গত মন যোগান খোষামোদী, আর সঙ্গত মন যোগান কর্ত্তব্য। সঙ্গত মন যোগানকে আমরা খোষামোদী নাম দিতে পারিনা—অনেকে মন যোগান মাত্রকেই খোষামোদী বিবেচনা করিয়া থাকেন আমরা কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহাদের মতের পোষকতা করি না। যাহা অসঙ্গত তাহাই খোষামোদী এবং নিতান্ত নিন্দনীয়। ব্যবসায়ীগণ জীবিকা নির্ব্বাহার্থ একজনের মুখাপেক্ষা করেন না অনেক লোকের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন, দুই-এক জনকে চটাইলে তাঁহাদের ক্ষতি হয় না—সাধারণ প্রবাদ বাক্যে বলে "এক দোর মোদা হাজার দোর খোলা" অর্থাৎ একজনের সাহায্য যদি না পাই তাহাতে ক্ষতি নাই সহস্র লোকের নিকট সাহায্য পাইব। চাকুরীর তাহা নহে, বেতন ভোগী কর্ম্মচারীর পক্ষে সেই একমাত্র দ্বারই পথ; তাঁহাকে একজন প্রভু বা, উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া, কয়েক জনের মুখাপেক্ষা করিতে হয়—জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কেবল তাঁহাদেরই ভরসা করিতে হয়। সুতরাং চাকুরের পক্ষে তাঁহারা যাঁহাদের অধীনস্থ, যাঁহাদের হস্তে তাঁহাদের ভাগ্যের কুঞ্জি আছে তাঁহাদের ও মনিবের সঙ্গত রূপে মন যোগান অবশ্য কর্ত্তব্য। অনেকে সঙ্গতি অস-

ঙ্গতি না বুঝিয়া যথেষ্ট পরিমাণে খোষামোদ করিয়া থাকেন এমন কি "জল উচুনীচু" করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। সময়ে সময়ে তাঁহাদের যথেষ্ট উন্নতি হইতেও দেখাযায় বটে কিন্তু আমরা সেরূপ খোষামোদীর অনুমোদন করি না। তত দূর খোষামোদী করিলে যখন কেবল সেই বৃত্তি দ্বারাই চলিয়া যায় তখন একটা কার্য্যের ছলে নিযুক্ত থাকিবার প্রয়োজন কি? খোষামোদী ব্যবসায় অবলম্বন করিলেইত চলিতে পারে! অন্যায় খোষামোদীতে প্রভু ও কর্ম্মচারী উভয়েরই কালে ক্ষতির সম্ভাবনা। অনেক বহুদর্শী প্রভু অন্যায় খোষামোদ ভালবাসেন না, অন্যায় রূপ চাটু প্রয়োগ করিলেই তাঁহারা খোষামোদকারীকে পদার্থ হীন বলিয়া বিশ্বাস করেন। যদিও এরূপ অবস্থায় প্রায় কেহই চাটুকারীর মুখের উপর মনের ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না—তথাপি তাঁহারা মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কর্ম্মচারীর প্রথম কার্য্য, প্রভুর স্বভাব ও ভাব গতি পর্য্যবেক্ষণ করা—তিনি কিরূপ লোক, কিসে তাঁহার প্রীতি হয় তাহা উত্তম রূপে বুঝিয়া রাখা নিতান্ত বিধেয়। প্রভু বা উপরিস্থ কর্ম্মচারী (যাঁহার হস্তে উন্নতি অবনতির উপায়) তিনি কি ধাতুর লোক তাহা পরিপাটি রূপ বুঝিতে পারেন তাঁহার কার্য্যের শীঘ্রই উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

কোন একটী মন্দ কার্য্য হইলে হিতৈষী অধীনস্থের তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য—কোন একটী অন্যায় হইলে তাহার প্রতিবাদ করাও উচিত। কিন্তু সেটী দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া করিতে হয় নতুবা উচিত কার্য্য করিতে গিয়া

মহা অনুচিত অবস্থায় পতিত হইতে হইয়া থাকে। কিরূপে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে হয় তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন সুতরাং বিশেষ বলিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করিবার প্রয়োজন নাই। মোটকথা উদ্ধত স্বভাব ব্যক্তি কিছুতেই প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না। ব্যবসায় বাণিজ্যেও উদ্ধত প্রকৃতির সুবিধা হয় না, চাকরীর ত কথাই নাই। যাহাই হউক মিষ্টিমুখ ও বিবেচনাটা সকল বিষয়েই প্রয়োজন। অনেক সময়ে কোন কোন উদ্ধত স্বভাব চাকুরেকে নিজের ক্ষমতায় ও কার্য্য পটুতায় উন্নতি করিতে দেখা যায়—অনেকে অবার সেই সকল উদ্ধত লোকের অনুকরণ করিতে যান, কিন্তু সেটা ভাল নহে। যাঁহার ক্ষমতা আছে তিনি সহজেই উন্নতিলাভ করিতে পারেন,—ঔদ্ধত্য তাঁহার উন্নতির কারণ নহে। তবে যে গবী অধিক দুগ্ধ দেয় লোকে তাহার পদাঘাত সহ্য করিয়া থাকে—কার্য্য দক্ষতার সঙ্গে উচিতমত শান্ত স্বভাব হইতে পারিলে তাহা আরও অধিক সুখকর হয়। আমরা যত বিবেচনা করি উদ্ধত স্বভাব ব্যক্তি যে উন্নতি লাভ করেন তাঁহার ঔদ্ধত্য না থাকিলে তিনি আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন। ঔদ্ধত্য তাঁহার উন্নতির পথের বাধা স্বরূপ তবে ক্ষমতা অধিক বলিয়া সে বাধায় অধিক দিন তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না।

কার্য্যে পটুতা চাকুরের পক্ষে দ্বিতীয় প্রয়োজন। কেবল মন যোগাইতে পারিলেই চলেনা, যে কার্য্যের জন্য নিযুক্ত সেই কার্য্যে পারগ হওয়া চাই। প্রথমে কার্য্যে প্রবেশ করিয়াই কিছু পারদর্শিতালাভ হয় না; শিখিতেই কিছুকাল

কাটিয়া যায়। প্রথম কার্য্যে প্রবেশ করিয়াই কর্ম্মচারীর যে কোন উপায়ে হউক আপনার কার্য্যটী শিক্ষকরা উচিত, তাহাতে যদি সহকর্ম্মচারীদিগের বা নিম্নপদস্থদিগের পর্য্যন্ত খোষামোদ করিতে হয় তাহাও কর্ত্তব্য—সেরূপ শিক্ষার্থ খোষামোদ নিন্দনীয় নহে। কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেলে আর সে রূপ করিবার প্রয়োজন হয় না তবে মিষ্টকথায় সকলকে সন্তুষ্ট রাখাটা যত দূর পারা যায় ততদূরই সুবিধা। কার্য্যে যত পটুতা জন্মে ততই কর্ম্মচারীর মূল্য বৃদ্ধি হয়। যিনি যত কার্য্যক্ষম তাঁহার ততই প্রয়োজন। উচ্চাসনস্থ বিচারক হইতে সামান্য একটা খানসামা পর্য্যন্ত সকলেরই কার্য্য পটুতার আদর হইয়া থাকে। অমুককে না হইলে চলেনা এটী একটী তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। কর্ম্মচারীর সর্ব্বদা এরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য যে তাঁহাকে না হইলে কাজ চলা একালে বন্ধ না হউক ক্লেশকর হয়। আমি এক স্থানের কর্ম্মচারী, আমি অসুস্থ হইয়া কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়িলে যদি আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগের বা প্রভুর ক্লেশ ভোগকরিতে না হয় অপরের দ্বারা সহজে কাজ চলিয়া যায় তাহা হইলে আর আমার মর্য্যাদা কি রহিল? সহকারী কর্ম্মচারিদিগের এইরূপ নিজের মর্য্যাদা বাড়াইবার একটী চমৎকার উপায় আছে, সেটী এই, সহকারী সর্ব্বদাই নিজের কার্য্য সমাধা করিয়া উপরিস্থ কর্ম্মচারীর কার্য্যগুলি করিতে চেষ্টা করিবেন ক্রমে সেগুলি আরও হইলে যাহাতে উপরিস্থ ব্যক্তিকে অল্প মাত্র কার্য্য করিতে হয় ক্রমে ক্রমে অলস হইয়া পড়েন তাহা করিতে চেষ্টা করিবেন, এইরূপে যদি অতর্কিত ভাবে উপরিস্থ

ব্যক্তিকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার মর্য্যাদা শীঘ্রই বৃদ্ধি হয় নিজে যে রূপ উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে অলস করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার নিম্নস্থ ব্যক্তি, আবার তাঁহাকে সেই রূপে মূল্যহীন করিবার চেষ্টা করিতেছে কিনা সে দিকেও সাবধান হওয়া প্রয়োজন। বড় বড় কার্য্যে ত এরূপ হইতেই পারে সামান্য খানসামা প্রভৃতির দ্বারাও সময়ে সময়ে প্রভুরা এইরূপ হইয়া পড়েন। চতুর খানসামার হস্তে পড়িলে সময়ে সময়ে প্রভুকে এমনই বিলাস প্রিয় ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে যে তাঁহার আর সে ভৃত্যটী না হইলে চলা দায় হইয়া পড়ে। এইরূপে নিজের মূল্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত সকল দিন নিজ কার্য্যে উপস্থিত থাকাটী প্রয়োজন। যিনি কার্য্যে অধিক অনুপস্থিত হয়েন, তাঁহার অভাবে অপরকে তাঁহার কার্য্য সমাধা করিতে হয়, ক্রমশঃ এইরূপে অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাঁহার অভাব কে আর অভাব বলিয়া বোধহয় না, প্রভুর বা উপরিস্থ কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে তাঁহার অনুপস্থিতিতে কোন ক্লেশই হয় না। যাঁহার অনুপস্থিতিতে কার্য্যালয়ের হানি না হউক অন্ততঃ বিশেষ অসুবিধা বোধ না হয় তাঁহার মূল্য নিতান্তই অল্প। কার্য্য-গতিকে লোক কমাইবার প্রয়োজন হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহা-দেরই অন্ন মারা হইয়া থাকে। চাকরীর উপায় অপেক্ষাকৃত সহজ ও একই প্রকার, একবার একটী চাকরী যুটিলে কর্ম্মক্ষম চতুর ব্যক্তি সহজেই তাহার উন্নতির উপায় করিতে পারেন সুতরাং অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে কর্ম্মপ্রার্থী-দিগের মধ্যে যাঁহারা সাধারণ সামান্য কার্য্যের প্রার্থনা

করেন তাঁহারা যেমন মনে মনে সকল কার্য্য করিতেই স্থির করেন মুখেও সেই প্রকার বলিয়া থাকেন। আমরা অনেক সময়ে অনেক কর্ম্মপ্রার্থীকে এরূপও বলিতে শুনিয়াছি যে, যে কার্য্য দেওয়া যাইবে তাঁহারা সেই কার্য্যই পরিপাটি রূপে পারিবেন। এইরূপ কথাটী নিতান্তই বিশ্বাসের অযোগ্য—লোকে অনেক কার্য্য জানিলেও সকল বিষয়ে সমান পটুতা হয় না। কোন কোনটীতে বিশেষ দক্ষতা হইয়া থাকে। একজন কতকগুলি কার্য্যে সমান দক্ষ হইলেও তাহা লোক বিশ্বাস করে না—সকল কার্যে সমান পটুতা, সকল কার্য্যই সমান জানা আছে এ কথা-টীর প্রকৃত অর্থ কোন কার্যেই পটুতা নাই, কোন কার্য্যই জানা নাই। যিনি সর্ব্ব বিষয়েই সমান পণ্ডিত সাধারণতঃ তিনি সর্ব্ব বিষয়েই মুর্খ—কিছু কিছু স্বাদগ্রহণ করা আছে মাত্র বুঝাইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যেটীতে অপেক্ষাকৃত দক্ষতা আছে তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়া অপর গুলিও জানা আছে বলা ভাল। তাহা হইলে আর তাঁহার কথার অবিশ্বাস হইতে পারে না।

ব্যবসায়ঃ।——ব্যবসায়টী জীবিকোপার্জ্জনের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ পথ, ভিক্ষা ও দাসত্ব ব্যতিরেকে সমস্তই ইহার অন্তর্ভূত। কৃষি বাণিজ্য শিল্প পশুপালন প্রভৃতি সমস্তই ইহার বিভাগ মাত্র, এগুলির এক একটী বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণন করিতে গেলে এক একটীতে এক এক খানি বড় বড় পুস্তক প্রস্তুত হইতে পারে। আমাদের তত বিশেষ করিয়া

বলিবার প্রয়োজন নাই, সাধারণ ভাবে বলিলেই যথেষ্ট হইবে। আমরা পূর্ব্বে যে নূতন নূতন জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়ের কথা বলিয়াছি তাহা এই একমাত্র ব্যবসায়েই হইয়া থাকে। রাজ সরকারের কাজ ছাড়িয়া দিলে দাসত্বও এই ব্যবসায়ের অনুবর্ত্তী, তাহাও ইহাকে অবলম্বন করিয়া আছে। ব্যবসায়ের অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে সেই সকল শ্রেণীর আবার অন্তর্গত অনেক শ্রেণী বিভাগ করা যায়, সে সমস্তের বিস্তারিত বর্ণন প্রয়োজন করে না। আমরা উপস্থিত মতে বাণিজ্য কৃষি শিল্প পালন বা পশু পক্ষী মৎস্যাদি পালন এবং তদ্ভিন্ন অপর প্রকার এই প্রকারে পাঁচ ভাগ বর্ণন করিব। প্রথমোক্ত চারিটী ব্যতিরেকে যে অপর ব্যবসায় আছে তাহার মধ্যে ওকালতী চিকিৎসা ও দালালী এই তিনটীই প্রধান। এই তিনটী কিরূপ করিতে হয়, কিরূপ করিলে ভাল হয় তাহা বর্ণনে অতি বিস্তীর্ণ হইলেও যাঁহারা উক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত সামান্য; বিশেষতঃ ব্যবসায় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা তাহা অনায়াসে শিখিয়া লইয়া থাকেন। অপর সাধারণেরও সে সকল কৌশল জানিবার প্রয়োজন নাই সুতরাং তাহা ছাড়িয়া দিয়া প্রথম চারিটীই আমাদের বিশেষ সমালোচ্য।

বাণিজ্যের কথা লইয়া পাশ্চাত্য অর্থ নীতিতে অনেক কথা আছে সে সকল অক্ষুন্ন ভাবে আমাদের দেশে খাটে কিনা সে বিষয়ে আমাদের দারুণ সন্দেহ আছে। অর্থ নীতির কতক গুলি সাধারণ নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান ভাবে খাটে বটে কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গুলি যে দেশ কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন ফল-

প্রদ হয় না তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হউক যিনি যাহাই বলুন আমরা আমাদের মত বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর উপযোগী যাহা তাহাই বলিব।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" চাণক্য নীতির এই অংশ টুকু প্রায় সকলেরই কণ্ঠস্থ আছে কিন্তু ইহার যে প্রকৃত অর্থ কি? তাহা বোধ হয় অল্প লোকেই অলোচনা করিয়া দেখিয়া থাকেন। বাণিজ্যে লক্ষ্মী বিরাজমান তাহা আমরা স্বীকার করি কিন্তু তাহার পরেই যে কৃষিকার্য্যে তাহার অর্দ্ধেক মাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না— অন্ততঃ বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা বিশ্বাস করা যায় না। কৃষি ও শিল্প ও পশু পালন লইয়া বাণিজ্য, এই তিনটীর অস্তিত্ব না থাকিলে বাণিজ্য থাকিত কি না তাহা বলা যায় না। যাহাই হউক চাণক্য যখন এই হিতোপদেশটী দিয়াছিলেন তখন সেইরূপই ছিল। তখনকার কালে যাতায়াতের পথের সুবিধা না থাকায় দ্রব্যাদি এদেশ ওদেশ লইয়া য'ওয়া বড়ই কঠিন ছিল সুতরাং ব্যাপার অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের লাভটা যথেষ্ট পরিমাণে অধিক হইত; প্রস্তুতকারীর দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যাহা পাইত ব্যাপারীরা তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক লাভ করিয়া দূর দেশে তাহার বিনিময় করিত। এখনও যে সকল স্থানে যাতায়াত নিতান্ত ক্লেশকর, পথ নানা প্রকার বিপদ পুর্ণ, সেখানে অনেক লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা দ্রব্যাদির বিনিময়ের জন্য গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লইয়া যান তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা দেশ হইতে দেশান্তরে লইয়া গিয়া থাকেন তাঁহাদের অধিক লাভ হইয়া থাকে। এইরূপে

আবার সাগর পারে লইয়া গেলে আরও অধিক প্রাপ্তি হয়। বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণ যে সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন "বাজার যদি তেজ থাকে, দ্রব্য যদি অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ হয় তাহা হইলে ক্রয় বিক্রয়ে অধিক লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু কোন দ্রব্য যথেষ্ট উপস্থিত থাকিলে মূল্য যথোচিত হ্রাস হইলেও সে সময়ে তেমন মুনফা হয় না" সেকথাটি বড় মিথ্যা নহে যদিও মহার্ঘ সময়ে অধিক মূল্যে দ্রব্য কিনিতে হয় তথাপি বিক্রয় করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ পাওয়া গিয়া থাকে; কিন্তু বাজার নামিয়া মূল্যের অল্পতার একটা রব উঠিয়া গেলে ক্রেতার নিকট ন্যায্য লাভ করাও কঠিন হইয়া উঠে। তখনকার কালে কোন রূপে পথের বিপদ আপদ এড়াইয়া কোন দ্রব্য বিদেশে (যেস্থানে তাহার অভাব আছে) লইয়া যাইতে পারিলে যাহা ইচ্ছা তাহাতেই বিক্রয় করা যাইত এখন আর তাহা হয় না, পথের সুবিধায় লাভ কমিয়া গিয়াছে—প্রতিযোগিতাও বাড়িয়াছে, সুতরাং বাণিজ্যের সে মর্য্যাদাও কমিয়া আসিয়াছে।

উপস্থিত সময়ে বাঙ্গালী যে সমুদ্র পারে বাণিজ্য করিবে সে আশা দুরাশা। দুই এক জন যদিও এখন বিলাতের সহিত আমদানী রপ্তানির কার্য্য করিতেছেন, তথাপি তাহা সামান্য মাত্র এবং বিদেশীর নিতান্ত অধীন, এই রূপ বাণিজ্যে অনেক মূলধনের প্রয়োজন, নিরন্ন বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা বড়ই কঠিন। এখনকার বাণিজ্য বলিলেই এক প্রকার সাধারণ দোকানদারী বুঝায়, অবস্থার গুণে হাউসওয়ালা বা গোলদারী গদির কার্য্য প্রভৃতি সহজে বুঝায়

না। কিন্তু বাস্তবিক ধরিতে গেলে হাউস, গোলা, আড়ত এবং কুঠিওয়ালার কার্য্যই এখানকার প্রকৃত বাণিজ্য। যাঁহারা সমুদ্র পথে দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানি করেন তাঁহারা হাউসওয়ালা। যাঁহারা দেশের অভ্যন্তর প্রদেশ সকল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি আনিয়া এক স্থলে বসিয়া থোকাথুকি বিক্রয় করেন তাঁহারা গোলদার গদিয়ান। হাউসওয়ালাদিগকে প্রায় তাঁহাদের সংগ্রহীত দ্রব্যাদিই ক্রয় করিয়া রপ্তানি করিতে হয়। যাঁহারা অপরের দ্রব্য রাখিয়া বিক্রয় করেন এবং কোন একটী নির্দ্ধারিত চুক্তি অনুসারে লভ্য গ্রহণ করেন তাঁহারা আড়তদার। আড়তদারদিগকে যাহারা মাল পত্র বিক্রয়ার্থ জমা রাখে তাহাদিগকে সুদেই হউক আর বিনা সুদেই হউক কিছু কিছু টাকা অগ্রিম দিতে হইয়া থাকে। আর যাঁহারা দেশের নির্দ্দিষ্ট কোন কোন প্রদেশ হইতে আমদানী এবং রপ্তানি দুই করেন, তাঁহাদিগকে কুঠিওয়ালা বলে। ঋণদান ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাঙ্কের কার্য্যও ইহাঁদের কার্য্য—ইহাঁদের মুদ্দতী হুণ্ডি চলিয়া থাকে। উপস্থিত মতে এই চারিটীই বঙ্গদেশের বড় বাণিজ্য। এই চারিটীতেই যথেষ্ট মুলধনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহাদের সাধারণ নিয়ম সমস্তই সাধারণ ব্যবসায়ের ন্যায় তবে যাহা কিছু বিশেষ কথা আছে তাহা এক একটীর এক এক প্রকার। এ সকল বাণিজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপার সমস্ত বলিতে গেলে এক একখানি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে; যদি আমরা বিশেষ উৎসাহ পাই সময়ে সে সকলের এক এক বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে চেষ্টা করিব। এখন সেরূপ বর্ণনে

অপর সাধারণের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই বলিয়া উল্লেখ করা গেল না।

আজি কালি কেহ বা ঘৃণায় কেহবা না পাওয়ায় দাসত্ব চেষ্টা না করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছেন। অনেকেই যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন লইয়া দোকান পাট করিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই কেরাণী না হয় ত বিদ্যালয় হইতে লেখাপড়া বন্ধ করিয়া নূতন জীবিকা অন্বেষী। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসায়ের ক্লেশ সহ্য করিতে অক্ষম—আবার তেমন অধিক মূলধনও নাই যে এত বড় কার্য্য স্থাপন করিবেন যে তত ক্লেশের আবশ্যক করিবে না। এই সঙ্গে আবার একটু সৌখীনতাও চাই। কাজেই অধিকাংশ লোক কাগজ কলম সাবান গন্ধ দ্রব্য লইয়া মনোহারীর দোকান পাতাইতেছেন না হয়ত দরজীর দোকান খুলিয়া বসিতেছেন, একরূপ ব্যবসায়ে বহু লোক হইলে যাহা হয় তাহাতে তাহাই হইতেছে। বিশেষ এইদশ পদ মাত্র দূর মুরগীহাটা হইতে একটা দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া পটোলডাঙ্গার গোল দীঘির ধারে বসিয়া বিক্রয় করিয়া সমস্ত দিবসে মোটে বারটি পয়সা লাভ করিলে আর কি উন্নতি হইবে? সেরূপ দোকানও যদি এক আধখানি হইত না হয় চলিলেও চলিতে পারিত, কিন্তু তাহা আজি ঘরে ঘরে—পথের পার্শ্বে আর খালি ঘর থাকিবার যো নাই। যাহা হউক কাহাকেও পরিহাস করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আমরা তাহা করিতেও ইচ্ছা করি না, তবে এইমাত্র বক্তব্য যে অনবরত কেবল মাত্র অনুকরণ করিলে

ব্যবসায়ে উন্নতি হইতে পারে না। ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় সাধারণ লোকের উপস্থিত সুবিধা হয় বটে কারণ তাহাতে দ্রব্যাদির মূল্য কমিয়া যায়। কিন্তু ব্যবসায়ীর পক্ষে তাহা সুবিধা জনক নহে, তাহাতে সহজেই একটি ব্যবসায়ে লোকের সংখ্যাতিরেক হইবার সম্ভাবনা। সাধারণত লোকে বলিয়া থাকেন "যে উপযুক্ত সেই টেঁকিয়া থাকে" একথা যথার্থ হইলেও কে টেঁকিবে কে টেঁকিবে না তাহা পরীক্ষা করিতে যাওয়া (লাভ করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে) ব্যবসায়ের পক্ষে শ্রেয় নহে। কোন একটির নকল করিয়া পূর্ব্ব ব্যবসায়ীর অনুকরণ করিলে, যদি যথেষ্ট যোগ্যতা থাকে তাহা হইলে পূর্ব্ব ব্যবসায়ীকে পরাস্ত করিতে পারা যাইতে পারা গেলেও আপনাকে যথেষ্ট চোট খাইতে হয়। একজনার অন্ন মারিয়া সেই অন্ন নিজে ভোগ করা বড় কঠিন কথা, আবার একজনের অন্ন দুইজনে ভাগ করিয়া লইলে উভয়েরই তৃপ্তি হয় না। পূর্ব্ব ব্যবসায়ী যদি ব্যবসায়ে এরূপ লাভ করেন যে তাঁহার হইয়া ছাপাইয়া পড়ে সে অবস্থায় দুই একজন তাঁহার অংশী হওয়ায় তত ক্ষতি হয় না; কিন্তু স্বভাবতই এইরূপ বিবেচনা হয় যে উভয়ে অর্দ্ধাশন থাকার অপেক্ষা পরবর্ত্তী লোকের আর কোন উপায়ে অন্ন লাভ হয় কিনা দেখা কর্ত্তব্য। তবে নিতান্ত কোন উপায় না পাইলে কাজেই সেরূপ করিতে হয় বটে কিন্তু বিভক্ত অন্নের উপর আবার যিনি ভাগ বসাইতে আসেন তাঁহার ন্যায় অবিবেচক আর নাই। তাহাতে তাঁহারও কিছু হয় না লাভের মধ্যে পূর্ব্বাগত ব্যক্তিদিগের বাধা হয় মাত্র। এইরূপে অনেক ব্যবসায় উৎসন্ন গিয়া থাকে। আমরা

কেবল অপর সমব্যবসায়ির সুবিধা দেখিতে বলিতেছি না, নিজের স্বার্থটি সম্পূর্ণ রূপেই দেখিতে বলি। অধিকার করিবার জন্য শূন্য ভূমি থাকিতে, যুদ্ধ করিয়া অপরের স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা কখনই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। যুদ্ধে জয়ের আশা সম্পূর্ণ থাকিলেও পরাজয় এককালে অসম্ভব নহে। কোন একটি ব্যবসায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে বিশেষ রূপে বিচার করিয়া দেখা উচিত তাহাতে আর অধিক লোকের পোষাইবে কি না?—তিনি ঠিক নকল না করিয়া ব্যবসারের অন্ততঃ কিছু কিছু বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিবেন কি না?

ব্যাপারীর লভ্য ক্রয় বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে। যে দরে ক্রয় করিলাম তাহার উপর কিঞ্চিৎ লভ্য রাখিয়া বিক্রয় করিব;—কথাটী বড় সহজ। কিন্তু বিক্রয়ের উপর প্রকৃত-লাভ নহে—লাভ ক্রয় করিবার সময়, বুঝিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিলেই লাভ হইয়া থাকে নতুবা যে সে দরে ক্রয় করিয়া তাহার উপর লাভ করিবার মনস্থ করিলে বিক্রয় করাই দুর্ঘট হয়, লাভ করাত বহু দূরের কথা। বিক্রয়ার্থ ক্রয় করিবার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে অপরে যে দ্রব্য যে দরে খরিদ করে সেই দ্রব্য যেন তদপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয় করা না হয় বরং কিছু কমে আনিতে পারা যায়। দোকানদারের যাহা কিছু পরিশ্রম ক্রয় করিবার সময়, দেখিয়া শুনিয়া ভাল রূপ ক্রয় করিতে পারিলে বিক্রয় করাটি কঠিন কথা নহে। কতক গুলি দ্রব্য সর্ব্বদা বিক্রেয় তাহা আনিলে বড় অধিক দিন পড়িয়া থাকিতে পারে না,—সে সকল দ্রব্যকে

সচরাচর পাকা মাল বলিয়া থাকে। আর কতক গুলি বাজে জিনিস আছে তাহা সর্ব্বদা বিক্রয় হয় না কিন্তু কখন কখন বিক্রয় হইয়া থাকে তাহা কাঁচা মাল। পাকা মালে লভ্য অল্প হইয়া থাকে, কাঁচা মালে অপেক্ষা কৃত অধিক লাভ। কিন্তু উভয়ের মোট লাভালাভের ফল একই প্রকার, বরং পাকা মালে লাভ অধিক, কারণ তাহাতে অধিক দিন টাকা বদ্ধ থাকে না—টাকা বদ্ধ থাকিলে তাহার সুদও পড়্তার সামিল, কেবল সুদ কেন তাহা রাখিতেও যত্ন করিতে যে কিছু পরিশ্রম বা খরচ হয় সমস্ত লইয়া তাহার পড়্তা। এই রূপ কাঁচা দ্রব্য সময়ে সময়ে এককালে বাধিয়া যায়, বিক্রয় হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। যদিও কখন কখন সে রূপ দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় বটে তথাপি বিশেষ বিবেচনার সহিত ক্রয় করা কর্ত্তব্য। মোট কথা ক্রেতার অবস্থা বুঝিয়া দ্রব্য ক্রয় করা কর্ত্তব্য; দ্রব্য ভাল হউক না মন্দ হউক তাহাতে বড় আসিয়া যায় না, যিনি সর্ব্বদা যেরূপ দ্রব্যের খরিদার অধিক পাইয়া থাকেন তাঁহার পক্ষে তাহাই পাকা মাল।

যে দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে লোকসানের অধিক সম্ভাবনা— যাহার হাজা শুকা অনেক তাহাতে অধিক লভ্য রাখিতে হয়; কোন দৈব দুর্ব্বিপাক না ঘটিলে লাভও অনেক হইয়া থাকে। আর যাহার লোকসানের সম্ভাবনা নাই হাজা শুকা নাই তাহার লাভ অল্প। কাঁচা মৎস্য বিক্রয়ে যে লাভ হইয়া থাকে পয়সা বিক্রয়ে তাহার তুলনায় কিছুই হয় না বলিলেও চলে। যাঁহার যেরূপ ভরসা তিনি সেই রূপই

করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় অল্প মূল ধনে সামান্য ক্রয় বিক্রয় করিতে হইলে যাহাতে বিপদ শঙ্কা আছে তাহাই করা ভাল কারণ তাহার লাভী অনেক, পোষাইতে পারে। বিপদাশঙ্কা থাকিলেই যে বিপদ ঘটিতে হইবে তাহা কিছু ধরা বাঁধা কথা নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন যোগানটা সকলেরই প্রয়োজন—বাণিজ্যাবলম্বীর পক্ষে তাহা নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা চাকরী করেন তাঁহাদের এক জন বা কয়েক জনের অধিক পরিমাণে মন রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু দোকানদারকে অল্পাধিক সকলেরই মন রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। সকলের সঙ্গেই মিষ্ট মুখে কথা কহিতে হইবে—নিতান্ত কড়া মেজাজে দোকানদারী চলে না। অনেক সময়ে অনেককে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিতে দেখা যায় বটে—অনেকে গুমরে কাটান, কিন্তু যাহাদের জন্য তাঁহার গুমর তাহার মন যোগান দূরে থাক খোষামোদীও করিতে হয়। একটী উদাহরণ দ্বারা আমরা একথাটি বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিব, যদিও উদাহরণটি বাণিজ্যে ঠিক খাটে না তথাপি তাহাতে পাঠকগণ সেরূপ গুমরের কারণ ও খোষামোদীর ভাব বুঝিতে পারিবেনঃ—বিবেচনা কর আমার একখানি সাময়িক পত্র আছে, তাহার গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক বলিয়া লাভের আশায় ব্যবসায়ীগণ আমার পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। আমার কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে যেরূপ উপকার হয় অপর কিছুতে সেরূপ হয় না। আমার এই গুমরের কারণ গ্রাহক সংখ্যা, যতদিন এইরূপ অধিক গ্রাহক

থাকিবে,আর কেহ সমকক্ষ হইতে পারিবে না,তত দিন আমি যাঁহারা বিজ্ঞাপন দেন (তাঁহাদের দ্বারাই আমার চলিলেও) তাঁহাদের সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারি, কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা যাহাতে না কমে ক্রমাগতই বাড়িতে থাকে তাহার জন্য স্বতঃ পরতঃ খোবামোদী করিতে হইবে। গ্রাহকরা যাহা চাহেন তাহাই করিতে হইবে—লাভ করাই যদি এক মাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে নিজের বিবেচনা শক্তি দূরে থাকুক মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া ন্যায় মতেই হউক আর অন্যায় মতেই হউক গ্রাহক দিগের মন রক্ষা করিতে হইবে। একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমার এক চেটিয়া করা আছে তাহাই আমার গুমর সেই গুমরে খরিদারদের সঙ্গে কড়া মেজাজে কাজ করিতে পারি, কিন্তু যাহাতে সেই দ্রব্যটি আমার একচেটিয়াই রহিয়া যায়, তাহার জন্য কোন লোকের বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভগবানের ন্যায় আরাধনা করিতে হইবে। যিনি যে দিক দিয়াই যাউন মন যোগানটি নিতান্তই প্রয়োজন।

কোন ব্যবসায়ে কোনরূপ প্রতারণা প্রবেশ করিলে তাহার পক্ষে বড়ই ক্ষতি জনক হইয়া উঠে। আপাততঃ প্রতারণার লাভ দেখিতে পাওয়া গেলেও ভবিষ্যতের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর। সাধারণে যাহার উপর বিশ্বাস করিতে পারেন তাহারই উন্নতি হইয়া থাকে। একবার প্রতারক বলিয়া অবিশ্বাস হইয়া গেলে বহু দিনেও তাহার প্রতিবিধান দুরূহ। এক দ্রব্যের মূল্য একজনের নিকট এক রূপ লইয়া আর এক জনের নিকট আর এক রূপ লওয়াকে প্রতারণা বলে না। অনেকের

বিশ্বাস তাহাই প্রতারণা কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমার দ্রব্য আমি চারি পয়সা লাভেও বিক্রয় করিতে পারি, দুই পয়সা লাভেও বেচিতে পারি, সময়ে লাভ না করিয়া বা আসলে ক্ষতি করিয়াও কাটাইতে পারি। এক দ্রব্যকে আর এক দ্রব্য বলিয়া ঠকানই প্রতারণা।

শিক্ষিত ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অনেকেই দর দস্তুর করিয়া বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন না। একদরে বিক্রয় করায় অনেক সুবিধা আছে, তাহাতে ক্রেতাদিগকে অনর্থক ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সকল ক্রেতাই যদি এইরূপ হয়েন—সকল বিক্রেতাই যদি একদরে বিক্রয় করিতে কৃত সঙ্কল্প হয়েন তাহা হইলে এটা কিছু মন্দ নহে। তথাপি এক দরে বিক্রয় করায় ব্যবসায়ীর পক্ষে ক্ষতি আছে, তাহাতে বিক্রয় করিবার বিশেষ প্রয়োজন থাকিলেও খরিদার ছাড়িয়া দিতে হয়। বিবেচনা কর আমার একটি দ্রব্য পাঁচ টাকায় খরিদ আছে আমি সেই দ্রব্যে পাঁচ আনা মুনফা করিব স্থির করিয়া রাখিয়াছি। একটি ক্রেতা তাহা লইতে আসিল আমি পাঁচ টাকা পাঁচ আনায় দিতে চাহিলাম সে ব্যক্তি পাঁচ টাকা চারি আনা বলিয়া চলিয়া গেল। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন, পাঁচ আনার স্থলে চারি আনা লাভে বিক্রয় করিলে কিছু আমার ক্ষতি হইত না, বরং টাকাটি বাহির হইয়া আসিলে তাহাতে আরও চারি আনা লাভ করিতে পারিতাম;—তথাপি নিজের নিয়মে নিজে বদ্ধ হইয়া তাহা পারিলাম না। আমরা বিবেচনা করি প্রতারণার অভিপ্রায় না থাকিলে দর দস্তুর করিয়া বিক্রয় করা ভাল, তাহাতে দোকান-

দারের নিজেরও লাভ হয় খরিদারও মনে বুঝিতে পারেন তিনি কশা কশি করিয়া দর করিয়া লইলেন।

যেখানে দোকান নাই অথচ নিকটের লোক জনের সর্ব্বদাই দ্রব্যাদি প্রয়োজন, লোকে সেই খানেই দোকান করিয়া থাকে। কিন্তু দোকান করিবার সময় প্রায় অনেকের ভ্রম হয়, এমন অনেক স্থান আছে সেখানে দোকান নাই অথচ দোকান করিলেও চলেনা, উঠিয়া যায়, সেখানে হয় অভাব নাই নাহয় ত অভাব অন্য কোন রূপে পূরণ হইয়া থাকে। সেরূপ স্থলে দোকান করিবার পূর্ব্বে অগ্রে সন্ধান লওয়ার প্রয়োজন যে তথায় কখন সেরূপ দোকান ছিল কিনা, যদি ছিল হয় তাহা উঠিয়া যাইবার কারণ কি ? যেখানে অনেক দোকান বা বাজার স্থল সেখানে দোকান করিলে অনেক প্রতিযোগী থাকিলেও কিছু না কিছু ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। যেখানে বাজার স্থান নিকট অথচ ঠিক বাজার নহে লোকে দুইপা গেলেই বাজারে যাইতে পারে সেখানে দোকানে বড় সুবিধা হয় না। যেখানে অনেক বাণিজ্যালয় লোকের সেই খানেই পাঁচ দোকান দেখিয়া দ্রব্যাদি লইবার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। অধিক দ্রব্য প্রয়োজন হইলে নিকটস্থ একটি মাত্র দোকান হইতে কেহই ক্রয় করিতে চাহেন না—মুল্য সমান হইলেও লোকের বিশ্বাস হয় না আবার বাজারে গিয়া একই মুল্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিয়া কেহ ক্রয় করে না দর কমাইবার চেষ্টায় বিফল হইয়া সর্ব্বশেষে যেস্থানে উপস্থিত হয় সেই খানেই ক্রয় করিয়া চলিয়া যায়। তবে অল্প দ্রব্যের জন্য বড় দূরে যাইতে

চাহে না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম পোসায় না, সেই জন্য সামান্য সামান্য দ্রব্য সেরূপ দোকানে কাটিয়া থাকে। দোকান করিতে হইলে হয় বাজার স্থানে সমব্যবসায়ীদের শ্রেণীর মধ্যে, না হয় ত বাজার হইতে দূরে যে খানের লোকের অভাব আছে সেই খানে করা কর্ত্তব্য। শেষোক্ত নির্ব্বাচনে বাজার হইতে যত অধিক দূর হয় ততই ভাল।

সাধারণ দোকান সকলের অনেক রূপে নূতন পরিচ্ছেদ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ব্যবসায়ের হঠাৎ নব পরিবর্ত্তনে সুবিধা জনক হয় না কয়েক বৎসর হইল কয়েক জন ভদ্র লোক কলিকাতার পটোলডাঙ্গায় নব পরিচ্ছদে নূতন আকারে একটি মুদীখানার দোকান করিয়াছিলেন। যদিও ঠিক সুবিধামত করিয়া সাজান হয় নাই তথাপি তাহা এক প্রকার বিলাতী গ্রোসারের দোকানের ন্যায় কতক রীতি অবলম্বন করিয়া সাজান হইয়াছিল তাহাতে দোকানদারকে তৈল দিতে তৈল মাখিতে বা তামাক দিতে তামাক মাখিতে হইত না, অথচ টেবিল চেয়ার লইয়া সাহেবী কেতায় কাজ চালান যাইত। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন সেরূপে কিছু সুবিধা হইতে পারিবে কিন্তু তাহা হয় নাই। ক্রয় বিক্রয়ের অনেক দোষ থাকিলেও অপর একটি অসুবিধায় তাহা বন্ধ হইয়া যায়। কলিকাতার শিক্ষিত লোকে বড় স্বহস্তে মুদি-খানার দ্রব্য কিনিতে যান না, প্রায় দাস দাসীরাই তাহা ক্রয় করিয়া থাকে। তাহাদের সে দোকানে সহসা দাস দাসী বা অশিক্ষিত লোকে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না, কেবল তাহাই নহে সাধারণ মুদীদের সহিত চাকর বাকরের অনেক

প্রকার বন্দোবস্ত থাকে,প্রয়োজন হইলে যারও পায় ইহাঁদের নিকট সে সম্ভাবনা ছিল না। দোকানদারীতে নূতন বেশ দিতে হইলে ভাবিয়া দেখা উচিত যে সম্প্রাদায়ের দ্বারা চলিবে তাহাদের তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ বা সমীহ না ঘটে। কিছুদিন হইল আমরা শুনিয়াছিলাম একজন শিক্ষিত ব্যবসায়ী লোকের বাটীতে বিবাহাদি ক্রিয়াকাণ্ড হইলে দধি ক্ষির সন্দেশ প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবসায় করিবেন তাঁহারা করিয়াছেন কি না; করিলেও চলিতেছে কি না, তাহা আমরা জানি না। আমাদের বিবেচনা হয় তাঁহাদের এ কার্যটী চলিলেও যত দূর আশা ততদূর ফল হইবে না কারণ প্রথমতঃ ক্রিয়াকাণ্ড কিছু নিত্য ঘটনা নহে নৈমিত্তিক। নিত্য যে ব্যবসায়ীর নিকট দ্রব্যাদি লওয়া যায় সে যদি দিতে পারে তাহা হইলে লোকে নৈমিত্তিক ভারও তাহাকেই দিতে ইচ্ছা করে। দ্বিতীয়তঃ মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থের ক্রিয়াকাণ্ড তত নাই, যাহা আছে তাহাতেও করণ কন্ত, বড় মানুষে গয়লা খির দৈ দিয়া ময়রা সন্দেশ মিঠাই দিয়া মূল্যের জন্ম যোড় হাত করিয়া দাঁড়াইয়া খোষামোদ করিবে তাঁহারা তাহাদের সঙ্গে সামান্ত একটা চাকরের মত ব্যবহার করিবেন, তাহাই তাঁহাদের ভাল লাগে, বিল করিয়া এক কথায় টাকা আদায় ভাল লাগিবে না। দুগ্ধ যোগান দিবার জন্ত যে একটী ব্যবসায় হইয়াছে তাহা যে চলিতেছে তাহার কারণ আছে। দুগ্ধ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য; মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণও তাহা যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট সাধারণ গোয়ালা

বা ময়রারাও এক কথার চক্ষু রাঙ্গাইয়া টাকা আদায় করিয়া থাকে, হুজুর হুজুর করে না কাজেই দুই দিকেই সমান বরং নূতন বড় ব্যবসায়ীর নিকট কতক পরিমাণে খাঁটি দ্রব্য পাইবার আশা আছে আর তাঁহাদের বন্দোবস্তও সেইরূপ।

নূতন বেশ প্রদান করিলে অনেকগুলি সামান্য বাণিজ্য পরিপাটী রূপে চলিতে পারে, সামান্য ময়রার দোকানকে একটু হোটেলী ধরণে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলে এবং অকৃত্রিম দ্রব্যাদি বিক্রয় করিলে পরিপাটিরূপে চলিতে পারে। কিরূপ করিলে তাহা হইতে পারে তাহার বিবরণ এখানে বিস্তারিত দেওয়ার স্থানাভাব। এরূপ দোকানে বাটী বাটী সরবরাহের বন্দোবস্ত রাখিতে হয় এবং ক্রিয়াকাণ্ডে দ্রব্যাদি দেওয়ারও ব্যবস্থা করিতে হয়। ময়রার লহনা না দিলে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না, যত বড়ই দোকান করা হউক না কেন প্রত্যহ যাহা বিক্রয় হইতে পারে তাহার অধিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া গুদাম জাত করিয়া রাখিবার যো নাই সুতরাং টাকাও অধিক খাটিবার সম্ভব নাই। ভরসা থাকিলে মূলধন ব্যতিরেকেও ইহা উত্তমরূপে চলিতে পারে। তবে যে যৎকিঞ্চিৎ পত্তনে খরচ তাহা সামান্যই তাহাকে ব্যবসারের মূলধন বলা যায় না। বিবেচনা কর বাটী বা ঘর ভাড়া অগ্রিম দিতে হয় না, অনেক মাল মশলার মূল্য মাসিক দিলে চলে—কারিকরগণের বেতনও নিত্য দেয় নহে। টেবিল চেয়ার আলমারি কাঁচের জার কড়া খুন্তি প্রভৃতিতে প্রথম পত্তনে

শতাবধি টাকা মাত্র খরচ। এরূপ ব্যবসায় আপাততঃ কলিকাতায় দুই চারিটী মাত্র চলিতে পারে অধিক হইলে চলা না চলা সন্দেহ। এইরূপ নানা বিষয় আছে একটু স্থির মনে ভাবিলেই স্থির করিতে পারা যায় আমরা একটীর মাত্র উদাহরণ দিলাম। যত প্রকার হইতে পারে সমস্ত বিষয়ের উদাহরণ বা উপায় দর্শনের সমাবেশ এ ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব। মুদিখানা, গুড়ুক তামাকের দোকান, ফলমূলের দোকান, নিত্য বাজার সরবরাহ, বেণেমশলার দোকান, গৃহস্থের বাটীতে মৎস্য সরবরাহ, দুগ্ধ যোগান দেওয়া, চাউল দাউল সরবরাহ প্রভৃতি অনেক কার্য্যের নূতন বেশ দিয়া বিশেষ লভ্য জনক করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

শিল্প ঃ——আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিল্প কৃষি ও পশ্বাদি পালনই বাণিজ্যের প্রাণ, শিল্প আবার পরবর্ত্তী দুইটীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষ এক সময়ে শিল্পের প্রধান স্থান ছিল এখনও এখানে যেরূপ সূক্ষ্ম শিল্প হইয়া থাকে তাহা সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিতে পারে। এক সময়ে সূক্ষ্ম শিল্পের যথেষ্ট আদর ছিল এখন ক্রেতার অভাবে সে সকল ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া আসিতেছে। যখন পাশ্চাত্য সভ্যদেশ সকল ঢাকাই কাপড়ের আদর করিত—পরম যত্নে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত তখন ঢাকার তাঁতীদের অবস্থাও ভাল ছিল। এখন আর সে দিন নাই লোকের তত সখ নাই, সখ থাকিলেও টাকা নাই; সুতরাং সূক্ষ্ম শিল্পের উৎসাহ দিবার লোক নাই, এখন জীবন ধারণে

বা সুখ লাভার্থ যে কিছু স্থূল শিল্প আছে তাহারই আদর বাড়িতেছে। যাহারা সূক্ষ্ম শিল্পী, তাহাদের অপেক্ষা স্থূল শিল্পকারগণ অধিক উৎসাহ পাইতেছে; মুরশিদাবাদের হস্তি দন্ত নির্ম্মিত বহুপরিশ্রম সম্পন্ন প্রতিমা ও পুত্তলিকাদি প্রস্তুতকারীদিগের অপেক্ষা কলিকাতার হাড়কাটা গলির বোতাম প্রস্তুতকারীরা এখন অধিক উপায় করিয়া থাকে। দেশের সমৃদ্ধি কমিয়া গেলে সূক্ষ্ম শিল্প সহজেই মারা যায়। লোকের উদরান্নের সংস্থান না থাকিলে বিশ্রামের সময় হয় না, বিশ্রাম করিবার সময় পাইয়া আবার যথেষ্ট ধন না থাকিলে বৈঠকখানা বা বিলাসগৃহ প্রস্তুত হয় না, বিলাসগৃহ প্রস্তুত হইয়া উদ্বৃত্ত না হইলে আর তাহা সাজান ঘটে না; বিলাস ভবন সাজাইবার প্রয়োজন না হইলে আর সূক্ষ্ম শিল্পের আদর হয় না। আমার খাইতেই কুলায় না মোটা সামান্য বস্ত্র কিনিবারই মূল্য যুটে না,আমি বিলাস দ্রব্য কিনিব কি রূপে। এই ত গেল যাঁহাদের নাই, আবার যাঁহাদের আছে,তাঁহাদের অনেকের নিকটেই সেরূপ কার্য্যে টাকা বদ্ধ করা অপব্যয়। সেরূপ বিলাস দ্রব্যে ব্যয় না করিয়া টাকা বাঁচাইতে পারিলে তাহার সুদ আসিতে পারে। দেশে যে যৎসামান্য অঙ্গুলিগণ্য ধনী বিলাস প্রিয়লোক আছেন, তাঁহাদের আবার রুচি ভিন্ন প্রকার, অনেকেরই সাহেবী কেতার অভিরুচি। অনেকেরই সেতার বীন ভাল লাগে না, তাহার অপেক্ষা শত গুণ অধিক মূল্যের যৎসামান্য পীয়ানো ভাল লাগিয়া থাকে, দেশী ক্রীড়ায় মন উঠে না, বিলিয়ার্ড না হইলে তৃপ্তি

হয় না। যাহার যে অভিরুচি সে তাহাই করিবে আমাদের প্রতিবাদে কোন ফলই নাই—এখন নিজে সুবিধা দেখিতে গেলে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে, নতুবা উপায় নাই।

বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান সময় স্থূল শিল্পের সময়, এখন সূক্ষ্ম শিল্পের আদর নাই, আর আদর থাকিলেও তাহা কেবল মুখের আদর, তাহাতে শিল্পীর পেট ভরে না। রাজার উৎসাহ না থাকিলে কিছুরই উন্নতি হয় না,—সূক্ষ্ম শিল্পের ত কথাই নাই; আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশী বণিক রাজার নিকট উৎসাহ দূরের কথা বাধা না পাইলেই যথেষ্ট। শিল্পের উন্নতির দ্বারাই বৃটনের এত গৌরব বৃদ্ধি। তাঁহারা এক মাত্র শিল্প লইয়াই জগৎ ভুলাইয়া খাইতেছেন।

সুখে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সাধারণের যাহা প্রয়োজন তাহা প্রস্তুত করা এবং কার্য্য সকলকে সহজ করিবার জন্য কৌশলময় কিছু প্রস্তুতকরাকেই আমরা স্থূল শিল্প বলিলাম। কামার, ছুতার, তাঁতী, কাঁসারী, ভাস্কর, রাজ, ঘরামী, কুম্ভকার, সোণার, সূচিকার, চিত্রকর, চর্ম্মকার, ডোম, মুদ্রাকর, দপ্তরী প্রভৃতি, যত কিছু কারিকর আছে সকলেরই কার্য্য এই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্তের কার্য্য এক একটী এক এক প্রকার ও তাহার গুরুত্ব, এক এক রূপ। আমরা গুরুত্ব বলিব না, আমাদের এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার সমাবেশও হইতে পারে না।

এক একটী শিল্পী একাকী এক একটী কার্য্য লইয়া অবং

স্বয়ং পৃথক হইয়া থাকিলে তাহাতে বিশেষ লভ্য হয় না, কার্য্যের উন্নতিও হইতে পারে না। কার্য্যের উন্নতির জন্য এক একটী কারখানা করার প্রয়োজন। যাহারা স্বহস্তে কারিগরি করে তাহাদের অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়া কঠিন। বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিত ও অমার্জ্জিত বুদ্ধি। এক জনকে সকল বিষয়ে ভাবিতে গেলে কোন বিষয়ই সুচারুরূপে ভাবা হয় না, সেই জন্য সমবেতবলের প্রয়োজন। শ্রম বিভাগের দ্বারা অনেক কার্য্যের শীঘ্রতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রস্তুত দ্রব্যেও পড়্তা কম পড়ে। বাজারে যে সুচ ও আল্‌পিন বিক্রয় হয় তাহা কত সুলভ তাহা কাহারও অবিদিত নাই—সে সকল কিরূপে প্রস্তুত হইল কিরূপে তত অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রস্তুত কারীদের লাভ হয় তাহা ভাবিতে গেলে আমাদের দেশীয় অনেক কারিকরের মস্তক ঘুরিয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস সে সমস্ত প্রস্তুত হইয়া প্রথমে স্ফূর্ত্তি খেলা হয় যে ব্যক্তি স্ফূর্ত্তিতে পায় সে অতি অল্প মূল্যে বেচিয়া ফেলে, এইরূপে প্রত্যহই রাশি রাশি দ্রব্যের স্ফূর্ত্তি হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—এক একটী পিন প্রস্তুত করিতে এক পয়সা কি দুই পয়সা পড়্‌তা হইতেছে তাহার পর স্ফূর্ত্তিতে দর কমিতেছে সেটী ভ্রান্ত বিশ্বাস। তাহার পড়্তাই সেইরূপ, পরিশ্রম বিভাগ দ্বারা প্রস্তুত করা এতই সহজ যে সে মূল্যে বেচিয়াও লাভ থাকে। পিন ও সুচ প্রস্তুত করিবার কিছু কল নাই, হস্তে প্রস্তুত করিতে হয়, কেবল তাহাই নহে এ দেশের অপেক্ষা

বিলাতের কারীকরগণের বেতন অধিক—সেখানকার খরচ অনেক, তথাপি শ্রম বিভাগের দ্বারাই কার্য্য এত সুলভে সম্পন্ন হয়। এক একটী পিন অনেক হাত ফিরিয়া আসিয়া তবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। একটী দ্রব্য একাকী বা শ্রম বিভাগ না করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে যন্ত্র ফিরাইতে ঘুরাইতে হাতিয়ার পরিবর্ত্তন করিতেই কত সময় ব্যর্থ নষ্ট হয়, যদি পরিবর্ত্তন করিতে বা উল্‌টাইতে পাল্‌টাইতে না হয় চক্ষু বুজিয়া আঘাত করিয়া বা স্পর্শ করিয়া গেলেই চলে তাহা হইলে কত সময় পাওয়া যাইতে পারে। একাগ্রমে অনবরত যন্ত্র পরিচালিতের ন্যায় একটা কার্য্য করিতে হইলে দেখিবার ভাবিবার কিছুরই সময় প্রয়োজন হয় না। কেবল তাহাই নহে, অনবরত এক প্রকার কার্য্য করিলে তাহাতে অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতা জন্মে। আমি নিজেই হাটে যাইব সূতা কিনিব নিজে আনিয়া পাট করিব, নিজেই নলী পাকাইব নিজেই টানা দিব নিজেই তাঁতে চড়াইব নিজেই বুনিব আবার নিজেই হাটে গিয়া বেচিয়া আসিব তাহাতে কোন রূপেই সুবিধা হইতে পারে না— কোন কার্য্যটাই সুচারুরূপে সমাধা হয় না। এরূপ উপায়ে কোন রূপেই উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। সকল কার্য্যেই উন্নতির পথ ভাবা চাই তাঁতীর যেমন নূতন ধরণের কাপড় প্রস্তুত করিবার চেষ্টার প্রয়োজন কুম্ভকারেরও তেমনি নূতন নূতন আকারের পছন্দ সই নূতন নূতন ঘটাদি প্রস্তুত করার আবশ্যক ; এই সকল উন্নতি ভাবিবার জন্য চিন্তাশীল লোকের প্রয়োজন। কারখানা না করিয়া একাকী কার্য্য

করিতে চেষ্টা করিলে কখনই সেরূপ লোকের সাহায্য সম্ভবে না।

আমরা একবার শুনিয়াছিলাম বিলাত হইতে থালা, ঘটি বাসন সমস্ত প্রস্তুত হইয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হইতে আসিবে, পূজার জন্য দেব দেবী মূর্ত্তি বিলাতী হইবে। কথাটা বিশ্বাস যোগ্য হউক আর না হউক গতিকটা সেই রূপ বটে। ইংরাজেরা এখন যেরূপ ভারতবর্ষকে কি উপায়ে দোহন করিবেন অনবরত তাহারই চিন্তা করিতেছেন, তাহাতে সময়ে যে সে রূপ চেষ্টা করা না হইবে তাহা কে বলিতে পারে? যদিও আমরা ইংরাজদিগের নিকট লোহা ঢালাই কার্য্য, ছাপাখানার কার্য্য, তাহার জন্য অক্ষর প্রস্তুতের কার্য্য, লিথোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ প্রভৃতি কার্য্যের সমগ্র অংশ না হউক কিছু কিছু পাইয়াছি তথাপি তাঁহারা আমাদের অনেক ভাল ভাল শিল্প মারিয়া দিয়াছেন এবং যাহা কিছু আছে তাহাও মারিবার চেষ্টায় আছেন। যদি উপস্থিত শিল্প সকলে যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি করা না হয় তাহা হইলে সহজেই সে সকল মারা যাইবে। দেশী দ্রব্য ভিন্ন ব্যবহার করিব না বলিয়া কয়েক জনে প্রতিজ্ঞা করিলে কিছু দেশের শিল্পের সুবিধা করা হয় না। লোকের পছন্দ মত দ্রব্য করিতে পারিলেই এবং তাহা অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিলেই শিল্প টেকিয়া যায়। যাহারা ক্রেতা তাঁহারা শিল্পীর সুবিধা করিবার জন্য বাজারে ক্রয় করিতে যান না; নিজের স্বার্থ উদ্দেশেই গিয়া থাকেন।

শিল্পের কারখানা অনেক প্রকার আছে। তাহার মধ্যে

কতক গুলি নিজের অভিপ্রায় মত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করে, অপর খরিদারের ফরমাইস মত দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া থাকে। প্রথমটীর অপেক্ষা দ্বিতীয়টীর সংখ্যা অল্প। দ্বিতীয় প্রকার কারখানা বড় সুবিধার নহে, কারণ তাহাতে সর্ব্বদাই পরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। খরিদার না যুটিলে বড়ই ক্ষতি হইয়া থাকে; কারখানায় অনেক বেতন ভোগী লোক থাকে খরচ ও অনেক হয়, বসিয়া বসিয়া সেই খরচ যোগান বড়ই ক্ষতিকর। বিবেচনা কর আমার একটী লোহা ঢালাইয়ের কারখানা আছে, আমি খরিদারেরা যাহা ফরমাইস করে তাহাই যুরাইয়া লইয়া করিয়া দিয়া থাকি, প্রত্যহ ত্রিশ চল্লিশ জন লোকও তাহাতে খাটে। দৈব ক্রমে এক সময়ে দুই দিনই হউক আর দশ দিনই হউক খরিদার যুটিল না বা যে কার্য্য পাইলাম তাহাতে ত্রিশ চল্লিশ জন খাটিতে পারে না। এই দুই দশ দিনের জন্য আমি কারিকর ছাড়াইয়া দিতে পারি না, কারণ তাহা হইলে প্রয়োজনের সময়ে আমি আর তাহাদিগকে পাইব না,—কাজে কাজেই মন্দার দিনে তাহাদিগকে বৃথা বসাইয়া রাখিয়া খরচ গণিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় আমার নিজের কিছু কিছু কাজ থাকা প্রয়োজন, যে সময়ে পরের কার্য্য না থাকিবে আমাকে সেই সময়ে নিজের কার্য্য করিতে হইবে। এই কার্য্য গুলি আবার সর্ব্বদা বিক্রেয় দ্রব্যের কার্য্য হওয়া চাই, নতুবা সেরূপ কার্য্য করিয়া টাকা বদ্ধ করা অপেক্ষা কার্য্য না করাই শ্রেয়। দোকানদারের দোকান খরচ অল্প কিন্তু কারখানার প্রাত্য-

হিক খরচ অনেক—গুদামে দ্রব্য বদ্ধ থাকিলে গুদাম ভাড়া ও সুদ মাত্র ক্ষতি হয় কিন্তু কারখানাকে প্রত্যহ খাইতে দিতে হইয়া থাকে, অলস থাকিলে নগদই ক্ষতি হয়।

কারখানার যন্ত্র অস্ত্রই যথা সর্ব্বস্ব, উপযুক্ত লোকে যন্ত্র পাইলেই অতি সামান্য টাকায় (যাহাকে মূলধন বলিতে পারা যায় না,) ক্রমে সুবিধা করিয়া লইতে পারেন। তবে যে স্থলে অনেক প্রতিযোগিতা সেখানে কঠিন হয় বটে—কিন্তু প্রতিযোগিতা অধিক না থাকিলে কেবল মাত্র যন্ত্র পাইলেই কাজ চলিয়া যায়। কার্য্যের অবস্থা বুঝিয়া যন্ত্রের আবশ্যক হইয়া থাকে, কোন কোন কারখানা এত অধিক মূল্যের এত অধিক সংখ্যার যন্ত্রের বা উপকরণের প্রয়োজন হয় যে তাহাই এক প্রকার যথেষ্ট আবার কোন কোন কারখানার অতি অল্প মাত্র যন্ত্রেই কার্য্য চলিয়া যায়। সময়ে সময়ে প্রতিযোগিদিগের অবস্থা বুঝিয়া যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বড় বড় প্রতিযোগী থাকিলে তাহার মধ্যে একটী ছোট কারখানার তত সুবিধা হয় না, গুছাইয়া উঠা দায় হয়। সেই জন্য আমরা প্রথমে বলিয়াছি বিলাতের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হইলে অনেক মূলধনের প্রয়োজন। হয় ত বিলাতে যাঁহারা প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের তত মূলধনের প্রয়োজন হয় নাই; কিন্তু আমাদিগকে এখন প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইতে হইলে তাহাদের উপস্থিত অবস্থার মত ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যথেষ্ট মূলধন লইয়া বসিতে হইবে। যে সকল কার্য্য বিলাতী প্রতিযোগিতায় মারা গিয়াছে বা যাইতেছে সে গুলি যতদিন যথেষ্ট মূলধনের

সংস্থান না হইবে তত দিন পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু যে গুলি আজিও বিদেশীয় দ্বারা স্পৃষ্ট হয় নাই তাহার উন্নতি করিয়া স্থিরতর করা উচিত, তাহা হইলে সময়ে যে গুলি অধিকৃত না হইতেও পারে—আমরা এক কালে সে সমস্ত হইতে বঞ্চিত না হইতেও পারি। যে শিল্প গুলি বিলাতেও হস্তে সমাধা হয়, কেবল কিছু কিছু যন্ত্রের সুবিধা মাত্র আছে; কলে বা কোন প্রকার মহামূল্য দ্রব্য বিশেষের সাহায্যে প্রস্তুত হয় না সে সকল গুলিরও আমরা এখন প্রতি-যোগিতায় দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতে পারি। বিলাতের মজুরী অধিক এবং এখানে আনিতে জাহাজ ভাড়া প্রভৃতি অনেক খরচ পড়ে, আমাদের সেরূপ পড়িবেক না সেই সুবি-ধায় আমাদের আপাতত অধিক পড়তা পড়িলেও প্রতিযো-গিতায় দাঁড়াইতে সাহাস করিতে পারি। নাটা গড়িয়া ও ডোমযুড়ের কারিকরগণ ভাল ভাল কলও চাবি প্রস্তুত করিয়া এক প্রকার মন্দ প্রতিযোগিতা করিতেছে না। তথাপি তাহাদের তেমন উপযুক্ত মত কারখানা বা চালাইবারও বুদ্ধি দিবার মত তত দক্ষ অধিনায়ক বা কর্ত্তা নাই। উপযুক্ত পরিচালক ও পরামর্শ দাতা থাকিলে এই সকল একত্রিত হইয়া রীতিমত কারখানা স্থাপন করিলে ও শ্রম বিভাগ করিতে পারিলে সময়ে বিলাতী কল কবজার ব্যবহার এক কালে কমাইয়া দিতে—আমদানি অপেক্ষাকৃত হ্রাস করিতে পারিবে এরূপ আশা করিতে পারা যায়। এদেশের কারী-করগণ যে নিতান্ত অক্ষম তাহা নহে, তবে উচিত যন্ত্র নাই, উৎসাহ নাই, শ্রম বিভাগ নাই, এই তিনটি অভাবেই উন্নতির

অন্তরায়। আমরা অনেক সময়ে হাতে কলমে দেখিয়াছি একটি যন্ত্র অভাবে আর একটির দ্বারা কাজ চলিয়া গেলেও তাহাতে অনেক সময় নষ্ট হয়। সময়ের যে মূল্য আছে সেই মূল্যটি ক্ষতি হয় এবং সেই ক্ষতিতে পড়্তা অধিক পড়িয়া গিয়া থাকে।

শিল্পের মধ্যে অনেক কার্য্য আছে অল্পে অল্পে আরম্ভ করিলে প্রায় মূল ধনের প্রয়োজন হয় না এবং তাহার রীতির কতক পরিবর্ত্তন করিলে অনায়াসে ভদ্র সন্তানের স্বহস্তে করিবার আপত্তি খণ্ডন হইতে পারে। এই সকল শিল্পের মধ্যে আমরা কয়েকটীর উল্লেখ করিব। প্রথম কুম্ভকারের কার্য্য, অনেক ভদ্রলোক যাঁহারা ইট, টালি প্রভৃতি প্রস্তুত করার ব্যবসায় করেন তাঁহারা কুম্ভকারের কার্য্যের একাংশ করেন বটে কিন্তু প্রকৃত কুম্ভকারের যাহাতে কারি-করি যথেষ্ট আছে তাহা কেহই করেন না। কাদা মাখিতে ও কাদা ছানিতে হয় বলিয়া অনেকেই ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কিন্তু কুম্ভকারের কার্য্য করিতে হইলেই যে নিজে কাদা মাখিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কিছু অর্থ নাই। এই ব্যবসায়টী বাস্তবিক হেয় ব্যবসায় নহে, আমরা যে সকল কাচ পাত্র ও কাচময় দ্রব্য এবং চীনামাটির দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা কুম্ভকারেরই কার্য্যের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা। সহসা চীনামাটীর পাত্রাদি কি কাচ প্রস্তুত করা সহজ নহে, তাহার যোগাড় যন্ত্র করিতে অনেক মূল ধনের আবশ্যক, সুতরাং তাহা করিতে চেষ্টা করা নির্দ্ধন বাঙ্গালীর পক্ষে আপাততঃ দুরূহ। বিশেষতঃ সে সকল গুলিতে পাশ্চত্য

শিল্পীদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে, সাদা সিধা মাটির কার্য্যে উপস্থিত কেহই প্রতিযোগী নাই অথচ আমাদের দেশে মাটির পাত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে—পৃথিবীর আর কোন অংশে এত অধিক মাটির পাত্র ব্যবহার হয় কি না সন্দেহ, বিশেষ দুঃখী বঙ্গবাসীর পক্ষে ইহাই প্রকৃত উপযোগী। এক একটি গৃহস্থের বাটিতে কত মাটির হাঁড়ি, কত মাটির ভাঁড়, সরা, মাল্‌সা, গাম্‌লা, জালা, কলশি কুজা প্রভৃতি ব্যবহার হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা নাই। বাঙ্গালাদেশে হুক্কা কলিকা প্রদীপটি পর্য্যন্ত মৃন্ময় —হিন্দুর গৃহে না হউক মুসলমান সামান্য সামান্য লোকের বাটিতে ভোজন পাত্র পান পাত্রও মাটির। আমাদের মাটির চাল, মাটির ঘর, মাটির আস্‌বাব মাটিরই সমস্ত; ক্রিয়া কাণ্ডে সমস্তেই মাটির ব্যবহার। এই মাটির কার্য্যে এখনও অনেক অভাব আছে, এখনও ইহাতে অনেক লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। আপাততঃ একজন ভদ্রসন্তান-কে কুম্ভকারের কার্য্য করিতে বলিলে বড়ই উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্র প্রস্তুত হইলে, মজুরের কার্য্য গুলি সামান্য মজুরের দ্বারা সমাধা করাইয়া লইলে একটা সভ্য কারখানা করিতে পারিলে নিজের ইচ্ছাতেই তাঁহারা কুম্ভকার বৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহিবেন, কাহাকেও প্রবৃত্তি দিতে হইবে না। এই কার্য্যটীতে এইবেলা কিছু পরিমাণে পাশ্চাত্য রীতি প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বিবেচনা কর কুমারের চাকটী প্রথমে যে ভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিল আজি ও সেই ভাবেই আছে; প্রথমে যে

ভাবে পোড়ান হইত এখনও সেই ভাবেই পোড়ান হইয়া থাকে তাহাতে যে পরিমাণে নষ্ট হইয়া যাইত, এখনও সেই পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। উদ্যমশীল শিক্ষিতগণ ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ক্রমে এই সকল বিঘ্ন দূর হইতে পারে। আপাতত বহিদৃশ্য দেখিয়াই ঘৃণা করা কর্ত্তব্য নহে, ভাবিয়া দেখা উচিত যাহার জন্য এখন ঘৃণা হইতেছে তাহা কোন সহজ উপায়ে বিদূরিত হইতে পারে কি না? চাকটি যদি এঅবস্থায় না করিয়া টেবিলের উপর এরূপ ভাবে প্রস্তুত করা যায় যে দেখিতে সুন্দর ও পরিষ্কার হয় অথচ পদ সঞ্চালনে বা অন্য কোন উপায় বেগে ঘুরাইতে ও ইচ্ছামত থামাইতে পারা যায় তাহা হইলে অনেক কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে, সে রূপ পরিষ্কার অবস্থায় একজন ভদ্র সন্তান স্বহস্তে কার্য্য করিতেও ইচ্ছা করিতে পারেন। বর্ত্তমান অবস্থায় চাকটিকে ঘুরাইয়া দিবার ও থামাইবার জন্য অনেক সময় ক্ষতি হয় সে অসুবিধাও সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে পারে। মাটির দ্রব্য সকল যে অবস্থায় প্রস্তুত হয় তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ডৌলের নূতন কৌশলের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিলে যথেষ্ট লভ্য হইতে পারে। এই নূতন ধরণ আমাদের বর্ত্তমান কারিকরদিগের দ্বারা হওয়া অসম্ভব, অধিকাংশ লোকে যাহা পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিতেছে তাহার অন্যথা করিতে চাহে না, তুমি মাথা কুটিলেও তাহারা যাহা [illegible] হয় নাই কেহ করে নাই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না—[illegible] তাহাদের করিতে নাই। কুম্ভকারের অবাটি যেমন এক

[illegible] কারখানা করিয়া করা যায় সেই রূপ আবার বিনা মূল-ধনেও সামান্য রূপে করা যাইতে পারে। ইহাতে কেবল প্রয়োজন পৃথিবীর মাটি আর পোড়াইবার জন্য বনের কাষ্ঠ, অপর যাহা কিছু তাহা প্রস্তুতকর্ত্তার পরিশ্রম ও শিক্ষা। যাহা হউক আমরা সে রূপ কার্য্য করিতে বলি না; সামান্য যৎ-কিঞ্চিৎ টাকা (যাহাকে মূলধন নাম দেওয়া যাইতে পারে) লইয়া মজুর নিযুক্ত করিয়া নিজের বুদ্ধির কৌশলে ব্যবসায়টি অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলি। এ ব্যবসায় পরীক্ষা করিবার প্রকৃত স্থান মফস্বল, সেখানে [illegible] উপকরণ সকলের জন্য ভাবিতে হয় না।

এই রূপ আরও একটি উদাহরণ দিব, সেটি কুঁদের কার্য্য। লাঠিম কৌটা প্রভৃতি কাষ্ঠে কোঁদা হইয়া থাকে, কিরূপে কোঁদা হয় তাহা বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন। এই কুঁদ যন্ত্রে কাষ্ঠ হাড় প্রভৃতি এমন কি ধাতু পর্য্যন্ত সমস্ত কোঁদা যাইতে পারে। কুঁদের প্রস্তুত [illegible] প্রায় সকল কার্য্যেই প্রয়োজন, কিসে কিসে তাহা লাগে তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। অশিক্ষিত সামান্য কারিকর অধিকাংশই মুসলমান বা হিন্দু [illegible]রা এই কার্য্য করিয়া থাকে। ছুতারেরা আপনাদিগের [illegible]য়ের প্রয়োজনানুরূপ পায়া প্রভৃতি কুঁদিয়া থাকে, অপর [illegible] কুঁদের কার্য্য কলিকাতার প্রায় সমস্তই মুসলমান কারি[illegible] প্রস্তুত। একজন কুঁদার দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত খাটিয়া টানিবার লোকের বেতন ও কাষ্ঠের মূল্য প্রভৃতি [illegible] বাদ দিয়া গড় পড়তায় অন্যূন এক টাকা করিয়া [illegible]

করিতে পারে। ইহারা যে শ্রেণীর লোক ও যেরূপ শিক্ষা তাহাতে ইহাদের পরিশ্রমের মাসিক মূল্য পনের টাকা দিলেও অনেক অধিক দেওয়া হয়। কিন্তু ইহারা অনায়াসে তাহার দ্বিগুণ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সম্প্রতি আমরা দেখিয়াছি, কলিকাতার মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটের একজন কঁদের কারিকর কমিশরিয়েটের জলের বোতলের কাষ্ঠময় ছিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া পূর্ণ দুই দিন ও এক রাত্রিতে দেড় শত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে। অবশ্য এরূপ সুবিধা সকল সময়ে সকলের ঘটে না বটে, কিন্তু কুঁদের কার্য্যে যে যথেষ্ট লভ্য আছে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রও নাই। আমাদের দেশীয় কারিকরেরা মূর্খ, তাহারা কোন দ্রব্যটী প্রস্তুত করিতে পারিলে যথেষ্ট মূল্যে বিক্রয় হইতে পারিবে তাহা বুঝে না। শিক্ষিতগণের হস্তে পড়িলে এই কার্য্যে দ্বিগুণ লাভ হইতে পারে এবং ইহার দ্বারা বিলাতী অনেক কার্য্যের সহিত সহযোগিতায় দাঁড়াইতে পারা যায়। ভদ্র সন্তানদিগের স্বহস্তে কার্য্য করিতে হইলে বর্ত্তমান কুঁদ যন্ত্রটিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ইংরাজী ধরণের করিয়া লইতে হয়, নতুবা একজন মুটিয়া সম্মুখে বসিয়া দড়ি টানিবে এবং একখানি ছেঁড়া চেটাই পাড়িয়া বসিয়া কাঠ কাটিতে হইবে, কাহারই তাহা ভাল লাগিবে না। কিন্তু একটী বিলাতী লেদ অর্থাৎ কুঁদ যন্ত্র পাইলে যাঁহার প্রয়োজন নাই তাঁহারও একবার কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে। বিলাতী ছোট ছোট লেদের মূল্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি সহিত আড়াই শত তিন শত টাকা,

কিন্তু আপাততঃ কার্য্যের মত একটী দেশী কাঠ কুঁদিবার মত টেবিল যুক্ত কুঁদ ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিলে পনের কুড়ি টাকার মধ্যে কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। এই সামান্য টাকাকে কিছু মূলধন নাম দেওয়া যায় না, ইহাকে মূলধন বলিতে হইলে চাকরীতেও মূলধনের প্রয়োজন, কারণ বাটী হইতে বাহির হইতে হইলেও যুতা ছাতা চাদরের প্রয়োজন হইয়া থাকে। শিল্পের মধ্যে এইরূপ অনেক কার্য্য আছে যাহা মূলধন ব্যতিরেকে অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া উন্নতি করা যাইতে পারে।

কৃষিঃ—বাঙ্গলাদেশ প্রকৃতির বিলাস কানন; এখানের উর্ব্বতা গুণে কৃষিও সুবিস্তীর্ণ—লোকে কৃষিকার্য্যের উপর তত যত্ন করুক আর না করুক বঙ্গদেশ আপনিই ফলভরে অবনত। ইহার শ্যামল শস্য ক্ষেত্রের সহিত পৃথিবীর কোন দেশের তুলনা হয় কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমেরিকা খণ্ডের যে যে স্থানের জল হাওয়া ঠিক এই দেশের মত শুনিতে পাওয়া যায় সেখানে বাঙ্গালা দেশের অপেক্ষাও অধিক শস্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ফল মূল গুলি এখানকার অপেক্ষা বড় বড় হয়। যত্নের দ্বারা কৃষি কার্য্যোৎপন্ন দ্রব্যাদির অবস্থার উন্নতি হয় তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি বাঙ্গলা দেশের ন্যায় অযত্নে কোথায় এরূপ শস্যোৎপন্ন হইয়া থাকে? বাঙ্গালা দেশে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে চাউল যথার্থই ঘাসের বিচি,—বর্ষার জলে ভূমি

ভিজিয়া উঠিলেই কৃষক ধানের বীজ ছড়াইয়া দিয়া যায় তাহার পর যথা সময়ে ধান পাকিলে গোছা গোরা ধান্য সহিত শিস গুলি কাটিয়া লয়, মাঠের খড় মাঠেই পড়িয়া পচিতে থাকে। কৃষকের সহিত সম্বন্ধ ধান ছড়ান আর কাটিয়া লওয়া, অপর কার্য্য সমস্তের ভূমির উপরে আর পর্জ্জন্য দেবের উপর ভার থাকে, অপর কাহাকেও তাহার জন্য ভাবিতে হয় না। বাঙ্গালার ভূমির কেবল এই মাত্র গুণ নহে, দেশ বিদেশ যেখানকার যাহা কিছু একটু যত্ন করিলেই অনায়াসে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি "কৃষিকার্য্যে বাণিজ্যের অর্দ্ধেক সৌভাগ্য" এ কথা বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালাদেশে খাটে না।

বঙ্গভূমি কামধেনু—এ কামধেনুর আশ্রয়ে থাকিয়া আজি বাঙ্গালী উদরান্নের জন্য লালায়িত কেন? এক মুষ্টি অন্নের জন্য প্রাণত্যাগ করিতেছে কেন? উৎসাহের অভাব, উদ্যমের অভাব, শিক্ষার অভাব, চালকের অভাব বলিয়া। শিক্ষিতদিগের পক্ষে চাষা কথাটা বড়ই কটু—ধনীর নিকট চাষা কথাটা বড়ই অপমানজনক। যে তোমাকে অন্নদান করিয়া প্রাণ বাঁচাইবে সেই তোমার নিকট ঘৃণার্হ—আহা এরূপ সৎবুদ্ধি না হইলে আর স্বয়ং সমাগতা লক্ষ্মীকে পদাঘাত করা হইবে কেন? প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথা আসিয়া পড়ে—মনের ভাবও সেইরূপ হয়, উদ্বেগবশে যাহা ইচ্ছা বলিতে প্রবৃত্তি হয়; কিন্তু আমাদের এ প্রবন্ধ তাহার জন্য নহে কেবল দুরবস্থা বঙ্গবাসীর অবস্থার উন্নতির

উপায় নির্দ্ধরাণার্থ আমরা আপাততঃ মনের ভাব মনে রাখিয়া প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিব।

হয়ত "কৃষক" এই কথাটীর আভিধানিক অর্থ চাষা, কিন্তু যথার্থতঃ তাহা নহে—কৃষক মাত্রেই কিছু চাষা হয় না চাষাও সকল সময়ে কৃষক নহে। যাহার কৃষিকার্য্যই উপজীবিকা তাহাকেই কৃষক বলিব, আর যাহার উপজীবিকা হল চালনা সেই চাষা বা নাংলা। অসভ্য চাষা বলিলে সে কথায় কৃষককে বুঝায় না। পাশ্চাত্য সভ্যদেশে "ফার-মার" বা কৃষক এ পদবী সম্মানের পদবী, তাহাতে কাহারও মর্য্যাদার হানি হয় না। যাঁহাদের কিছু না কিছু জমী আছে তাঁহাদের জন্য চাসের তুল্য ব্যবসায় আর দ্বিতীয় নাই। উপস্থিত অন্ন কষ্টের সময় অজন্মার সময় হয় ত মনে হইতে পারে যে কৃষিকার্য্যে লোকসান হইয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালাদেশের কৃষিকার্য্যে কোন কালেই ক্ষতি নাই, লাভ নিশ্চয়। উপর্য্যুপরি তিন বৎসর চাস করিলে কোন মতেই ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর অজন্মা হয় না। উপর্য্যুপরি দুই বৎসর ক্রমাগত অজন্মা হইয়া যদি তৃতীয় বৎসরে সামান্য মাত্র শস্য জন্মে তাহাতেই সমস্ত ক্ষতি পূরণ হইয়া যায়। বঙ্গভূমির অধিকাংশ স্থানই দেব মাতৃক কেবল মাত্র বৃষ্টির উপরে নির্ভর করে; যদি সময়ে প্রয়োজন মত বৃষ্টি হইল তাহা হইলেই যথেষ্ট শস্য জন্মে নতুবা হয় হাজায় না হয় শুকা সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে কৃষিকার্য্য দৈবায়ত্ত, কৃষকগণ অধিকাংশই অলস হইয়াও যেরূপ অবস্থা তাহাতে

এই সকল ব্যাঘাত দূরীভূত হইলে কখনই যে ক্ষতি হইবে না, প্রতি বৎসরেই যে যথেষ্ট লাভ হইবে তাহা একেবারে নিশ্চয় রূপে লিখিয়া পড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। অধিক দূরের কথা নহে, এই নিকটেই উত্তর পশ্চিম প্রদেশে চাষারা যেরূপ পরিশ্রম করে, দেশী চাষারা তাহা দেখিলে বোধ হয় একেবারে চমকিয়া যায়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শস্যোৎপাদানার্থ মাঠে যেরূপ কূপাদি খনিত আছে সে সকল উপায়ও আমাদের দেশে নাই। চিরকাল সহজে চলিয়া আসিতেছে বন্দোবস্তও সেইরূপ সহজ, একটু গোলযোগ ঘটিলেই বিভ্রাট, যখন আমাদের দেশে প্রকৃত কৃষক নাই তখন ভূমির উন্নতি জমীদারের কার্য্য। কিন্তু জমীদারগণ যত দিন উন্নতি না করিয়াও সচ্ছন্দে কর গ্রহণ করিতে পারিবেন তত দিন এইরূপই থাকিবে। তাঁহারা জানেন ইক্ষুকে নিষ্পীড়ন না করিলে রস নির্গত হয় না, কিন্তু সুনিষ্পিষ্ট ইক্ষুর ছিবড়াকে নিষ্পেষণ করিলে যে কেবল শ্রম মাত্র লাভ হয় তাহা বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালার ভাগ্যে সকলেই সমান, যদি একজন ভূস্বামী নিজের ভূমির উন্নতি সাধন করেন আর নিকটস্থ অপরাপর ভূম্যাধিকারীর সীমা হইতে প্রজাগণ সেই স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকে, পরিত্যক্ত স্থান সকল পতিত রহিয়া যায়, তাহা হইলে একবার বুঝা যায় জমীদারগণ কত দিন এইরূপ উদাসীন ভাবে পায়ের উপর পা দিয়া কাটাইতে পারেন।

উপস্থিত অবস্থায় যদি কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভদ্র

শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে ইহার অনেক অভাব দূর হইতে পারে, এবং বঙ্গদেশে যে কৃষি কার্য্যেই লক্ষ্মী বিরাজিতা তাহাও প্রমাণিত হয়। একটী আদর্শ ক্ষেত্র করিতে হইলে অনেক গুলি টাকার প্রয়োজন। বিশেষ ধনবান্ লোকে তাহাতে সাহায্য না করিলে কখনই স্থাপন করা যাইতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সেরূপ উৎসাহী ধনবান্, কেহই নাই, নানা কারণে যাহাদের টাকা আছে তাঁহারা এরূপ কার্য্যে নিতান্ত কুণ্ঠিত সুতরাং সম্ভুয় সমুত্থান দ্বারা (জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি করিয়া) কার্য্য আরম্ভ না করিলে অন্য উপায় নাই। ইংরাজগণ বঙ্গদেশে আসিয়া কোন কোন স্থানে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করায় কয়েকটী কুঠি বা বাগিচা স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারা অধ্যবসায় গুণে তাহাতে লভ্যও মন্দ করিতেছেন না। কিন্তু সেরূপ কৃষিকার্য্যে বা আদর্শ ক্ষেত্রে আমাদের কোন লাভ নাই। তাঁহারা নিজের দেশের অভাব বুঝিয়া নিজের দেশের কাটিতি দেখিয়া সেইরূপ দ্রব্যই জন্মাইয়া থাকেন। তাঁহাদের চিন্তা তাঁহাদের মত—বিলাতের বাজারে নীল যথেষ্ট কাটিতে পারে তাঁহারা তাহারই ক্ষেত্র করিলেন, কুঠি করিলেন, বিলাতে সকলেই চা খায় চার বাগিচা করিলেন তাহারও কুঠি হইল। অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীদিগের মধ্যে দুই একজন তাঁহাদের প্রচুর লাভ দেখিয়া তাহাই করিতে গেলেন। বর্ত্তমান অবস্থায় ধান্য ইক্ষু প্রভৃতির অপেক্ষা নীল ও চাতে লাভ অধিক যথার্থ, কিন্তু যখন সে দুইটী বিষয় আরব্ধ হয় তখন তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ কিছুই

হইত না, পরে অনেক চেষ্টায় অনেক কল কৌশল আবিষ্কারের পর লভ্যজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধান্যের চাষে আবার সেইরূপ অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে আরও অধিক সম্ভাবনা। যে দ্রব্য যত অধিক ব্যবহার হয় তাহাই অধিক কাটে। অধিক কাটিলেই যথেষ্ট লাভ একথা বালকেও বুঝিতে পারে। নীলের অধিক খরচ কি চাউলের অধিক খরচ? নীল না জন্মিলে দেশ উৎসন্ন যায় না, কিন্তু ধান্যোৎপত্তির কিঞ্চিৎ ন্যূনতাতেই মহা সর্ব্বনাশ ঘটে। একজন সাহেব কৃষক আসিয়া যদি ধান্যক্ষেত্র করেন আর অধ্যবসায় সহকারে কয়েক বৎসর ধরিয়া উন্নতির চেষ্টা করিতে থাকেন তাহা হইলেই আবার প্রমাণিত হইয়া যাইবে ধান্যের ন্যায় লভ্যজনক কৃষিকার্য্য আর নাই। এইরূপ সকল বিষয়েই,—সাহেব আমাদের ইষ্টগুরু, যতক্ষণ একটী কথা বলিয়া না দিবেন ততক্ষণ আমরা নিজ বুদ্ধিতে স্বীকার করিব না, আর যেটী বলিয়া দিবেন সেইটীই আমাদের ইষ্টমন্ত্র। বাঙ্গালী ও ইংরাজ এই উভয়ের স্বার্থ যদি এক প্রকার হইত তাহা হইলে এরূপ পদচিহ্নানুসরণে ক্ষতি হইত না, বরং তাহাতে অনেক উন্নতি হইত পারিত। কিন্তু তাহা নহে, উভয়ের স্বার্থ বিভিন্ন প্রকার। একজনের স্বার্থ বঙ্গভূমিকে দোহন করিয়া ইহার যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া স্বদেশে লইয়া যাওয়া—সুতরাং দেশকে দরিদ্র করিয়া ফেলা, আর অপরের স্বার্থ দেশকে ধনবান্ করা। এক পথে গমন করিলে কোন রূপেই দুই জনের দুই প্রকার ফল লাভ হইতে পারে না। যাঁহারা এখন ইংরাজ প্রদর্শিত পথে

নীল বা চা প্রস্তুত করিতেছেন, তাঁহারা বড়ই অন্যায় করিতেছেন তাহা আমরা বলি না। তাঁহারা যাহা করিতেছেন অভাব স্থলে তাহাও ভাল, যদিও নীল প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করা পর্য্যন্ত যে কিছু লাভ তাহারই সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ তথাপি ইংরাজে সমস্তই না করিয়া তাঁহারাও যে কিছু পাইতেছেন সেটাও এ দুরবস্থার সময়ে সুখের কথা। সে যাহা হউক কেবল নীল ও চা প্রস্তুত করিলেই চলিবে না। আমাদের দেশের প্রয়োজন মত শস্য সমস্ত ও প্রস্তুত করিবার উন্নত উপায় সকলের প্রয়োজন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষককে নিজে জমীর উন্নতি করিয়া লইতে হইবে ভূস্বামীর দ্বারা উপস্থিত সময়ে কোন উপকার সম্ভাবনা নাই। নিজে উন্নতি করিতে হইলে ভূমি নিজের হওয়া আবশ্যক, নতুবা যে ভূমির অধিকারের স্থিরতা নাই তাহাতে অর্থব্যয় বা পরিশ্রম করায় উপকার কি? নিজের জমী হইলেই সেগুলি ক্রয় করিতে হইবে বা মৌরশ লইতে হইবে তাহাতে যথেষ্ট অর্থব্যয়—তৎপরে উন্নতি সাধনের জন্য আরও ব্যয়ের আবশ্যক। আমাদের দেশে অতিবৃষ্টির অপেক্ষা অনাবৃষ্টিতে অধিক ক্ষতি করে। কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে পারিলে অনাবৃষ্টিকে জয় করা কঠিন ব্যাপার নহে। ভূমির মধ্য প্রদেশে এক একটী ইন্দারা বা বৃহৎ কূপ খনন করিয়া তদুপরি জল তুলিবার জন্য বায়ু যন্ত্র করিয়া রাখিতে পারিলে অল্পায়াসে অল্প ব্যয়ে ক্ষেত্র সিঞ্চন হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই যেরূপ সর্ব্বদাই মধ্যম বেগে

বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে তাহাতে বায়ু যন্ত্র চালন কিছু কঠিন নহে। উচিত মত ব্যয় করিতে পারিলে প্রয়োজনাতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দেওয়ার উপায় করা কঠিন নহে। এ সকল কার্য্যে অনেক ব্যয় হয় বটে কিন্তু সে ব্যয় বৃথা হয় না, তাহার যে সুফল ফলে তাহাতে সমস্ত পূরণ হইয়া যায়। যাহা হউক ব্যয় সাধ্য কার্য্য এখন বাঙ্গালার পক্ষে বড়ই কঠিন, সুতরাং উপস্থিত সময়ে সে উপদেশ দেওয়ায় কোন ফলই নাই আমরা সহজ পথের অনুসরণ করিব।

বঙ্গদেশে যাঁহার কিছু ভূমি আছে তিনি ভাগ্যবান্। অযত্নে সেই ভূমির উপস্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলে সে দোষ কাহার? অনেকেই এরূপ ভূমি সম্পত্তি থাকিতেও তাহা উপেক্ষা করিয়া অন্যরূপ জীবিকা আশ্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের দেখিয়া যথার্থই আমাদের দুঃখ হইয়া থাকে। এই সকল লোকের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত ও ভদ্র সন্তান। যাহারা অশিক্ষিত চাষিবাসী লোক তাহারা ভূমির মর্য্যাদা অনেকে বুঝে—অনেকেই কোন সামান্য কার্য্য করিয়া জমীদারের খাজনা সংগ্রহ করিতে পারিলেই ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা সুখে জীবন যাত্রার উপায় করিয়া লয়। এই সকল শ্রেণীর লোকের বুদ্ধি অল্প এবং যাহা চিরকাল করিয়া আসিতেছে তাহার অপেক্ষা কিছু নূতন করিবার ক্ষমতা নাই। অন্ততঃ কতক গুলি শিক্ষিত ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় নূতন উপায় ও তাহার উপকারিতা (হাতে কলমে) দেখাইয়া দিতে না পারিলে তাহাদের দ্বারা কোন আশাই

নাই। এইখানে আমাদের একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত স্বয়ং কৃষিকার্য্য করিতে হইবে বলিলে যেন পাঠকবর্গ এরূপ না ভাবেন যে নিজে লাঙ্গলে মুষ্টি ধরিতে হইবে।

কৃষিকার্য্যে এক বৎসরে মূলধন চতুর্গুণ হইয়া থাকে। এক বিঘা আলুর চাষে এখন মোট পনের টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু অতি কম ষাইট টাকার আলু জন্মিয়া থাকে। এই পনের টাকাও একেবারে ব্যয় করিতে হয় না। এইরূপ অনেক ফসলে মূলধন চতুর্গুণ হইতে দেখা গিয়াছে। আবার উপস্থিত উপায়ের উন্নতি হইলে বৈজ্ঞানিক সাহায্য গ্রহণ করিলে যে ইহার দ্বিগুণ হইতে পারিবে না তাহা কখনই সম্ভবে না। চাসের অপেক্ষা বাগানে অধিক লাভ। মহানগরের নিকটস্থ স্থান সকলে ফলমূলের বাগান করিলে প্রচুর লাভ হইয়া থাকে এবং তাহাতে পরিশ্রমও অল্প। পৃথিবীর সকল স্থানের ফল মূলই যত্ন করিলে বাঙ্গালা দেশে জন্মিতে পারে বলিলেও ক্ষতি হয় না। প্রধান প্রধান জন পদ, যেখানে অনেক দ্রব্য বিক্রয় হইতে পারে, তাহার নিকটস্থ প্রদেশ সকলে বাগান করার ন্যায় সুবিধা আর কিছুই নাই। অনেক বৃক্ষ অতি শীঘ্র ফল প্রসব করে—কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে সে সকলের আরও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। কদলী, পেঁপে প্রভৃতি আবার এক বৎসরেই ফলদান করে। অনেক তরিতরকারি কয়েক মাসের মধ্যেই ফলে। বাগানের কথাদূরে থাকুক অযত্ন সম্ভূত শিমুল গাছে কি তেঁতুল গাছেও ন্যূন কল্পে বৎসরে তিন চারি টাকা আয় হইতে পারে। বাঁশের ঝাড়ে যথেষ্ট আয় হয়, যত্নও কিছুই নহে বলিলে ক্ষতি হয় না। এক

একটী ফুল বাগানের ফুলের গাছে আর শুনিলে সময়ে সময়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এক বিঘা জমীতে অভাব পক্ষে তিনশত খর্জ্জুর গাছ হইতে পারে প্রতি খর্জ্জুর বৃক্ষ বৎসরে দুই টাকার হিসাবে আয় হইতে পারে। যত্ন করিলে ছয় সাত বৎসরের মধ্যেই খর্জ্জুর বৃক্ষে রস হয় আবার কৌশল ক্রমে দুই বৎসরের চারা আনিয়া পুতিতে পারিলে চারি পাঁচ বৎসরেই কার্য্যোপোয়োগী হইতে পারে। এইরূপে এক বিঘায় বৎসরে পাঁচ ছয় শত টাকা উপার্জ্জন করা যায় ও চিরকালের সম্পত্তি হয়। পতিত জমি থাকিলে খর্জ্জুর গাছ রোপণে কিছুই মূলধনের আবশ্যক করে না, একটু যত্নের প্রয়োজন হয় মাত্র। যাহার মূলধন নাই পরিশ্রম করিতেও নিতান্ত কাতর তিনি যদি নিজ পতিত জমিতে কতক গুলি বাবলার বীজ গোময়ের সহিত গুলিয়া যথা সময়ে ছড়াইয়া দেন তাহা হইলে বাটীর জ্বলানী কাষ্ঠের সাশ্রয় হইলেও পনের বৎসরের মধ্যে বিঘাপ্রতি সহস্র টাকা লাভ করিতে পারেন। তবে ইহার আয় একবার মাত্র, বৎসর বৎসর হয় না, কারণ কাটিয়া বেচিতে হয় (বাবলার কাষ্ঠে গাড়ির চাকা প্রভৃতি হয়, অন্য কাষ্ঠে হয় না সেই জন্যই এত আদর)। বাবলা গাছ দিলে তাহার যত্ন নাই আটক করিবার প্রয়োজন নাই—গরু ছাগল প্রভৃতি কোন জীবই—তাহা নষ্ট করে না। তাল নারিকেল আম্র কাঁঠাল প্রভৃতিতে কিরূপ আয় হয় তাহা একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক করে না। ফল প্রথম যখন ধরে সেই সময়ে চতুরতা পূর্ব্বক

বাগান (সেই ফসলের জন্য) খাজনায় লইলে বা ভাবী ফল ক্রয় করিলেও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে কতটা দৈবের উপর (ঝড় বৃষ্টি) নির্ভর করিতে হয়।

পালন বা পশ্বাদি পালন,—মনুষ্যের আহারের জন্য পশু পক্ষী মৎস্য প্রভৃতি পুষিয়া বা রাখিয়া তাহাদিগের বংশোন্নতি দ্বারা লাভ করার নাম পালন। ইহাও কৃষির ন্যায় একটি সুবিস্তীর্ণ জীবনোপায়। অনেক দেশে অনেক জাতি কেবল পশুপালনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহাদের দেশে কৃষিকার্য্য নাই, কেবল পশুপাল হইতেই অশন বসন সমস্তই মিলিয়া থাকে। আমাদের দেশে পশু পালনের কার্য্যটি নিতান্ত সংকীর্ণ ; গো, মহিষ, মেষ, ছাগ, বরাহ, হংস কুক্কুট এবং মৎস্য পালনই আমাদিগের দেশে কথঞ্চিৎ প্রচলিত আছে। তাহাও সামাজিক নিয়মে ভদ্রবংশীয়দিগের করিতে নাই, নিতান্ত ঘৃণার্হ। হিন্দুর পক্ষে গোপালন একটী পবিত্র কার্য্য হইলেও লভ্যের উদ্দেশে তাহা করা নিতান্ত গর্হিত, বিশেষ গরু ভদ্র সন্তানের বেচিতে নাই, সুতরাং তাহা আপাতত জীবনোপায় বলিয়া অবলম্বিত হইতে পারে না। ছাগ মেষ পালনে তত বাধা নাই কিন্তু তাহাদিগকে কেবল হত্যা করিবার জন্যই পালন করিতে হয়, মেষের লোমে কতক কার্য্য হইলেও কেবল তাহার লাভে পোষায় না। হত্যা করিবার জন্য পশুপালন হিন্দুরুচির বহির্ভূত ; আবার তাহার মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত অস্পৃশ্য। শূকর পালনে যথেষ্ট লাভ আছে তাহার লোম অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় এবং এক একটি অনেক মূল্যে

বিক্রয় হইয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে কেবল হাড়িরাই এই কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের ধন-বল বুদ্ধি-বল সমস্তই অল্প, সুতরাং কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। দুই একজন চীনেম্যান এই কার্য্য করিতেছে তাহাদের পালিত শূকর দেশী হাড়ির পালিত শূকরাপেক্ষা দ্বিগুণ তিনগুণ মূল্যে বিক্রয় হয়। সকল পশুর মধ্যে শূকরের বংশবৃদ্ধি সুপ্রসিদ্ধ এককালে ইহার অনেকগুলি শাবক হইয়া থাকে সেই জন্য ইহা পালনে যথেষ্ট লাভ আছে। পশুপালন ও তাহার বংশবৃদ্ধি করনে যে বিশেষ লভ্যজনক তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে। যখন কেবল দুগ্ধের জন্য গোপালন করিলে লাভ হয় তখন সেই গোবংশের বৃদ্ধি হইলে যে আরও লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? হিন্দু ভদ্র সন্তানের পক্ষে পশুপালন অবলম্বন অসম্ভব তবে মজুর নিযুক্ত দ্বারা এ কার্য্যটী হইতে পারে কিনা, তাহাতে সমাজের আপত্তি আছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না; যাহাই হউক যাহা অবলম্বনের সুবিধা নাই তাহার বিষয়ে কিছু অধিক কথা বলায় কোন লাভ নাই।

মৎস্য পালন কার্য্যটীতে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের কোন আপত্তিই নাই। ইহার আয় ও অনেক অধিক এমন কি সর্ব্ব প্রকার জীব পালনের মধ্যে ইহাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ মৎস্য পালন কার্য্যে মূলধনের আবশ্যক করে না। মৎস্য পালন করিতে খাদ্য দিবার প্রয়োজন নাই, থাকিবার ঘরের আবশ্যকতা নাই, চরাইবার

লোকেরও আবশ্যক করে না। একটী পুষ্করিণীতে কতক-গুলি মাছ ছাড়িয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত—তবে যিনি তাহার অপেক্ষাও কিছু অধিক করেন তাঁহার সে পরিশ্রমের তুলনায় অনেক অধিক লাভ হইয়া থাকে। অনেক ভদ্র লোকে নিজ নিজ পুষ্করিণীতে মৎস্য ছাড়িয়া থাকেন বটে কিন্তু ইহাকে একটী উপজীবিকা বলিয়া প্রায় কেহই গ্রহণ করেন না। যাহাই হউক এটিকে ব্যবসার রূপে গ্রহণ করিলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনায় পুষ্করিণীতে এক টাকা ব্যয় করিয়া এক ভার ডিম পোনা ফেলিলে যদি কোন দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত না হয় তাহা হইলে এক হাজার মৎস্য—না হউক আশার অৰ্দ্ধেক ফল পাঁচ শত মৎস্যও প্রস্তুত হইতে পারে এবং ভাল পুষ্করিণী হইলে সৰ্ব্বদা তাড়া পাইলে ও দৌড় থাকিলে এক বৎসরের পর এক একটি মৎস্যের এক টাকার হিসাবে মূল্য হইতে পারে। পাঁচ শত মৎস্যে পাঁচ শত টাকা ধরিলাম না, তাহার অৰ্দ্ধেক ধরিলে ৬।৭ টাকা ব্যয়ে এক বৎসরে যে আড়াই শত টাকা পাওয়া যাইতে পারে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু এটি সৰ্ব্বদা সতর্ক ভাবে দেখিতে হইবে যে পুষ্করিণীতে ভেটকী প্রভৃতি মৎস্য ঘাতক মৎস্য বা অন্য জীব জন্মিয়া সমস্ত খাইয়া না ফেলে কি ধেড়ে অথবা চোর্ না লাগে। সকলকে পার আছে, তাহাদের তাড়ান এক প্রকার সহজ কিন্তু চোরের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া বড়ই কঠিন। ব্যবসায় করিতে হইলে এ সকল বিষয়ে অবশ্য নজর রাখিতে হইবে—এরূপ ব্যাঘাতের ভয়ে

নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইলে কোন কার্য্যই করা যাইতে পারে না। অনেক স্থলে অধিক মৎস্য এককালে বিক্রয় হওয়া কঠিন হয়, যেখানে জনপদ নিকট সেখানে সহরে লইয়া যাইতে পারিলে যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে কিন্তু যেখান হইতে তাহা অনেক দূর সেখানে বড়ই অসুবিধা। যাহা হউক সে অসুবিধা থাকিলেও লাভ হয়—মৎস্য টাট্‌কা বেচিতে পারিলে ত কথাই নাই, তাহা লবণাদিতে রক্ষা করিয়া বা শুকাইয়াও দূরে চালান দেওয়া যায়। সেরূপ করিলে টাটকা মৎস্যের ন্যায় অধিক মূল্যে বিক্রয় না হউক লভ্য যথেষ্ট পরিমাণে হইতে পারে। যেখানে কোন রূপেই টাটকা মাছ বিক্রয় হইতে পারে না সেই স্থানেই এই উপায়, কিন্তু যেখান হইতে শীঘ্র (যেমন রেলওয়ের দ্বারা) রপ্তানী করা যাইতে পারে সেখানের জন্য কোন চিন্তাই নাই। বড় বড় সহরের নিকটস্থ স্থানে ইহার অপেক্ষা বিনা মূলধনে উত্তম ব্যবসায় আর নাই।

অদৃষ্ট অনেক সময়ে উপার্জ্জনের ব্যাঘাত করিয়া থাকে। অনেকেই অদৃষ্টে নাই ভাবিয়া এককালে নিরুদ্যম হইয়া থাকেন, কাজেই বলিতে গেলে অদৃষ্ট কথাটা একটা বিষম ব্যাঘাত। আমরা একেবারে অদৃষ্ট মানিনা তাহা নহে—উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিলে কিছুই হয় না, অনুপযুক্ত কালে অনুপযুক্ত কার্য্যে প্রাণপণে যত্ন করিলে তাহা পণ্ডশ্রম হয় মাত্র, তাহা আমরা জানি। উপযুক্ত সময় কেহই দেখিতে পায় না সেই জন্য তাহাই অদৃষ্ট। যেরূপ উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ভূমিতে

বীজ বপন করিলে নিশ্চয়ই তাহার ফল হয়, সেইরূপ ঠিক সময়ে ঠিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলে কখনই নিষ্ফল হয় না। ঠিক অসময়টী যেমন দেখা যায় না, ঠিক সময়টিও তেমনি দেখা যায় না—যদি অদৃষ্ট বলিতে হয় তাহা হইলে ইহাই উপার্জ্জনের অদৃষ্ট। অদৃষ্টের একটা বড় দোষ আছে, মন্দ অদৃষ্ট যেমন শত চেষ্টাকে নিষ্ফল করিয়া দেয় শুভাদৃষ্ট তেমন বিনা চেষ্টায় সুখ শয়ান ব্যক্তিকে যথেষ্ট টাকা দিতে পারে না—চাল ফাক হইয়া গৃহের মধ্যে টাকার বৃষ্টি হয় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে অদৃষ্ট ভাবিয়া বসিয়া থাকিলে চলিতে পারিত। অদৃষ্টে যদি প্রগাঢ় বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে কোন রূপেই হতাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। মন্দ অদৃষ্ট যেমন দেখা যায় না শুভাদৃষ্ট দেখিবারও কাহার ক্ষমতা নাই—হয়ত এক সময়ে এমন মুহূর্ত্ত চলিয়া যাইতে পারে যে ঠিক সেই সময়েই তাঁহার সৌভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইত, চেষ্টা না করায় তাহা হইল না। উপযুক্ত সময় কাহাকেও বলিয়া আসে না কাহাকেও বলিয়া কহিয়া চলিয়া যায় না; সুতরাং শত সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও লাগিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে নতুবা অজ্ঞাতসারে সুসময় বহিয়া যাইবে ও কত দিন ধরিয়া যাহার আরাধনা করা হইতেছে সে সম্মুখে আসিয়াই অতর্কিত ভাবে পুনরায় পলাইয়া যাইবে। ঘোর অদৃষ্টবাদীরও মন্দাদৃষ্টে এককালে হতাশ হইবার কারণ নাই, লাগিয়া পড়িয়া থাকিলে এক সময়ে উপযুক্ত সময় পড়িবেই—জাল সর্ব্বদা পাড়া থাকিলে

যখনই কেন বড় মৎস্য যাউক না ধরা পড়িতেই হইবে। সেই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে উদ্যোগী পুরুষেরই লক্ষ্মী লাভ হয়—সেই জন্যই বলে একটা বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া থাকিলে ঈশ্বর তাহার প্রতি কোন না কোন সময়ে সদয় হইবেনই।

অর্থ সঞ্চয়।

উপার্জ্জন অপেক্ষা অর্থ সঞ্চয় করা কঠিন কার্য্য। সকলেই জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন কিন্তু অতি অল্প লোকেই সঞ্চয় করিতে জানেন। সেই জন্য অসময়ে অনেককে অনেক কষ্টে নিপতিত হইতে হইয়া থাকে। খরচ হইতে বাঁচাইয়া কিছু কিছু রাখার নাম অর্থ সঞ্চয়, যাহা পাইলাম সমস্তই তুলিয়া রাখিলাম তাহাকে সঞ্চয় বলে না, সে কার্য্য কঠিনও নহে। যিনি ভালরূপে ব্যয় করিতে জানেন না তিনি অর্থ সঞ্চয় করিতেও পারেন না। প্রয়োজনীয় ব্যয় অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু তাহা ব্যতিরেকেও অনেক সময়ে অনেক টাকা বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। এই বৃথা ব্যয় হইতে অর্থ রক্ষাকেই অর্থ সঞ্চয় বলে। সময় অসময়ের জন্য সঞ্চয় নিতান্ত আবশ্যক। সামান্য জীব পিপীলিকারা পর্য্যন্ত অসময়ের জন্য সঞ্চয় করিয়া থাকে

মনুষ্যের যদি সে প্রবৃত্তি না হয় তাহা হইলে তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে। লেখা পড়া যেমন শেখান প্রয়োজন আমাদিগের বিবেচনায় সেইরূপ বাল্যকাল হইতেই মীতব্যায়িতা ও সঞ্চয়-লিপ্সা শিক্ষা দেওয়া উচিত। কৃপণতা নিতান্ত ঘৃণার্হ হইলেও অমীতব্যয়ের অপেক্ষা এক জন কৃপণ ভাল, কৃপণ নিজের অনিষ্ট করিলেও দুঃখে কষ্টে কাটাইলেও তাঁহার দ্বারা ভবিষ্যতে সমাজের অনেক উপকারের সূত্র স্থাপিত হয়—মধুমক্ষিকা নিজে বঞ্চিত হইলেও তাহার মধু দ্বারা জগতের উপকার হইয়া থাকে। অসঞ্চয়ী অপব্যয়ী কালক্রমে সমাজের ভার স্বরূপও হইতে পারে।

অনেকে মনে করেন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত আয়ের অধিক উপার্জ্জন না হইলে টাকা বাঁচান যায় না। সে কথাটী কিন্তু নিতান্তই ভ্রমাত্মক—জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সমাজে সম্মান রক্ষার জন্য যত ইচ্ছা তত অধিক ব্যয় করিতে পারা যায়, আবার সেই ব্যয় অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহাতেও নিতান্ত টানাটানি হইয়া থাকে। আমাদের এ কথাটী প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই, প্রায় সকলেই সকল স্থানে দেখিতে পাইয়া থাকেন যাহার পঞ্চাশ টাকা আয়ে অনায়াসে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছিল আয় বৃদ্ধি হইয়া একশত টাকা দাঁড়াইলেও তিনি এক কপর্দ্দক ও রাখিতে পারেন না। হয় ত তাহার উপার্জ্জন বৃদ্ধি না হইলে তাহাতেই চলিয়া যাইত, কিন্তু উপার্জ্জন বৃদ্ধি হইয়া বরং অনাটনও বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল। যিনি অর্থ সঞ্চয় করিতে জানেন

তিনি দুই পয়সা হইতেও দুই কড়া বাঁচাইতে পারেন অথচ কোন ক্লেশ হয় না। অর্থ সঞ্চয় একটী ভিন্ন বিদ্যা বলিলেও চলে, ইহা শিখিতে হয়।

একটী টাকা বাঁচান ও একটী টাকা উপার্জ্জন কিছু প্রভেদ নাই। আমি যদি ন্যায্য উপায়ে এক দিনে একটী টাকা বাঁচাইতে পারি তাহা হইলে সে দিন আমার তাহাই উপার্জ্জন; কারণ সমস্ত দিবসে আমার যদি একটি টাকা উপার্জ্জন হয় আর সেই উপার্জ্জন করিতে গিয়া যে টাকাটি বাঁচাইতে পারিতাম তাহা বৃথা ব্যয় হইয়া যায় তাহা হইলে সমান ফল; আমার উপার্জ্জনে যাহা হইল ঘরে বসিয়া টাকাটি বাঁচাইতে পারিলেও তাহাই হইত। টাকা বাঁচান প্রয়োজন; কিন্তু তাই বলিয়া দুই পয়সা বাঁচাইতে দশ পয়সা ক্ষতি করা কোন মতেই বিধেয় নহে। অনেকে এরূপ আছেন দুইটাকা যে সময়ে উপার্জ্জন হইতে পারিত সেই সময়কে উপেক্ষা করিয়া এক টাকা বাঁচাইতে চান কিন্তু তাহাতে ক্ষতি বই লাভ নাই। দুই টাকা উপার্জ্জনের সময় ক্ষতি করিয়া এক টাকা বাঁচান আর দুই টাকা উপার্জ্জনের উপায় উপেক্ষা করিয়া এক টাকা উপার্জ্জন করিতে যাওয়া একই কথা। বিবেচনা কর আমার চাকর বাজার করে বাজারের পয়সা হইতে সে প্রত্যহ চারি পয়সা চুরি করিয়া থাকে; আমি ঘড়ির কার্য্য করি যতক্ষণ সময় বাজার করিতে লাগে ততক্ষণ ঘরে বসিয়া কার্য্য করিলে আমার আট আনার কার্য্য হয়। হাতে প্রচুর কাজ থাকিতে বাজারের চারিটি পয়সা বাঁচাইবার জন্য স্বয়ং যাওয়া আমার পক্ষে সুবিধা জনক নহে।

তাহাতে চারিটি পয়সা না বাঁচিয়া বরং সাত আনা ক্ষতি। বড় ক্ষতির প্রতিকার অগ্রে করিয়া তাহার পর ছোট ক্ষতির প্রতিকার কর্ত্তব্য, আর যদি দুইটিকে বাঁচাইতে না পারি একটি দিকে বাঁচাইতে অপর দিকে ক্ষতি হইবেই নিশ্চয় হয় তাহা হইলে বরং ছোট ক্ষতি স্বীকার করিয়া বড় ক্ষতিটি বাঁচান প্রয়োজন।

বিন্দু সঞ্চয়ে পর্ব্বত গঠিত হইয়া থাকে—পর্ব্বত কেন অনু অনু পরিমাণে এই সমস্ত জগতের সৃষ্টি। এই যে মানব দেহ ইহাও এক দিনে এত বড় হয় নাই ইহাও বিন্দু বিন্দু করিয়া বাড়িয়াছে। এক কালে পর্ব্বত উঠিতে পারা যায় না! এক দিনের দাঁও পাইয়া বড় মানুষ হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না—যদি কাহারও ঘটিয়া থাকে তাহা লক্ষের মধ্যে একটি। বিন্দু সঞ্চয়ের দ্বারাই অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়; ক্রমে পর্ব্বত নিশৃত বিন্দু বিন্দু জল সামান্য সূত্রকার ধারায় সেই ধারা আবার অনেক একত্রিত হইয়া ঝরণার এবং ঝরণা সকলের সম্মিলনে বৃহৎকার নদী প্রবাহিত হইয়া থাকে। সকলের ভাগ্যে নদী বহিবার উপযুক্ত হয় না সত্য কিন্তু বিন্দু বিন্দু জল কনা সঞ্চিত হইয়া গণ্ডুষ মাত্র হইলেও সময়ে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে—হয় ত যে তৃষ্ণায় প্রাণ বিয়োগ ঘটিতে পারিত তাহারই প্রতিকার হয়। মাসে আমি টাকা জমাইতে না পারি, সিকি জমাইতে না পারি, আনা জমাইতেও না পারি পয়সা জমাইলেও বার মাসে বারটি পয়সা হয়—আবার সেই বার পয়সাই একত্রিত হইলে একটা না একটা মহা উপকারে লাগিয়া যায়। বিন্দু উপেক্ষেণীয় নহে—একটি

পয়সা একটি টাকার এক মাসের সুদ! আবার যাঁহারা কোম্পানির কাগজের সুদ খান তাঁহাদের তিন টাকায় মাসিক উপস্বত্ব একটি পয়সা!

টাকা যত হাতের নিকটে থাকে তত শীঘ্রই তাহা খরচ হইবার সম্ভাবনা—যে টাকা হঠাৎ পাইবার আশা নাই অন্ততঃ দুই দিন অপেক্ষা না করিলে পাইতে পারি না তাহা শীঘ্র ব্যয় হইতেও পারে না। সেই জন্য উৎবৃত্ত টাকা এরূপে রাখা উচিত যে ইচ্ছা করিলেই ভাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতে না পারি। আবার সেই সঙ্গে দেখা উচিত যে খানে টাকা সঞ্চয় করিতেছি সে স্থানে টাকার পক্ষে কোন রূপ বিপদের আশঙ্কা আছে কি না?

অনেকে বলেন অর্থ কেবল ব্যয়েরই জন্য—আমারও তাহা স্বীকার করি। অর্থ ব্যয়েরই জন্য কিন্তু অপব্যয়ের জন্য নহে। অপব্যয় অনেক প্রকার; যে ব্যয় না করিলেও সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, অথচ যদ্দ্বারা সমাজের বা দেশের কোন উপকার হয় না সে সকল ব্যয়কেও আমরা অপব্যয় বলিয়া থাকি।

"টাকায় টাকা আসে" সুতরাং সঞ্চিত অর্থ খাটাইতে পারিলে তাহাতে লাভ হইয়া থাকে—আটকাইয়া রাখিলেই নোকশান হয়। টাকা খাটাইতে গেলে সময়ে সময়ে বিবেচনার দোষে এক কালে সমস্তই মারা যাইতে পারে সেই জন্য বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক টাকা খাটান কর্ত্তব্য। যাঁহারা তাহা না পারেন তাঁহাদের যে রূপ খাটানর কোন ভয় নাই, অল্প মাত্র লাভ হইলেও সেইরূপে খাটান উচিত। সেভিংস্

ব্যাঙ্ক এই রূপে টাকা খাটাইবার একটি উত্তম স্থল; সুবর্ণাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা ঋণ দিলেও উত্তম রূপে খাটান যায় তাহাতে সেভিংস ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিক লাভ। যাঁহার ভরসা আছে, চতুরতা আছে তাঁহাকে আমরা এতদপেক্ষা অন্য উপায়ে টাকা খাটাইয়া লাভ করিতে পরামর্শ দি। কিন্তু যাঁহার তাহা নাই তাঁহাকে সেভিংস ব্যাঙ্কেও দিতে বলিতে সাহস করি না। যাঁহার কিছুতেই বিশ্বাস নাই তাঁহার সঞ্চিত ধন বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সিন্ধুকের ভিতর হইতে বাহির করিতেই পরামর্শ দিতে পারি না, কিন্তু উপস্থিত মতে সিন্ধুকে রাখা আর সেভিংস ব্যাঙ্কে রাখা উভয়ই সমান নিরাপদ স্থির; শেষটিতে বরং লাভ আছে।

সমাপ্ত।